রেজিষ্টার নং৭৭ Rigistered No 77. রেজিষ্টার নং ৭৭

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ— অগ্রিম বার্ষিক ৮৲, ডাক মাশুল ১৸০, যাণ্মাসিক ৪৲, ডাকমাশুল ৸০, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল।৵০ আনা।। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৲, ডাক মাশুল ১৸০টাকা প্রতি খণ্ড।৵ বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পুংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০আনা। ইংরেজী প্রতি পুংক্তি।০আনা।

৯ম ভাগ { কলিকাতাঃ—২রা আষাঢ়, —বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৩ সাল ইং ১৫ই জুন ১৮৭৬ সাল। } ১৮ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

——ঃ০ঃ——

প্রমোদ কুমার নাটিকা।

সংস্কৃত যন্ত্রে, ক্যানিং লাইব্রেরি, চিনাবাজার ২৯,১০ ও ৫১ নং রসময় সুরের দোকানে ও ৬ নং ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য। মূল্য।৵ আনা মাত্র ডাক মাশুল ৵ আনা

নিম্ন লিখিত পরীক্ষিত ঔষধ কলিকাতা ১৮ নং ঝামাপুকুর শ্রী যুক্ত বাবু শশী ভূষণ দের বাটিতে ও ভদ্রেশ্বরে উক্ত বাবুর ডিস্পেন্সরিতে প্রাপ্তব্য।

২। গ্রীষ্মকালীন পানিয় দ্রব্য। পরিশ্রান্ত ব্যক্তিগণ এক চামচে পান করিলে শরীর সিগ্ধ, হজমীকারক, অগ্নি বৃদ্ধিকারক ও পেটের উপদ্রব নাশ করিবে। মূল্য।৵০ প্যাকিং ৵

৩। বৃহৎ হিম সাগর তৈল। এই উৎকৃষ্ট তৈল গাত্রে ব্যবহারে বায়ু পিত্ত রোগ সকল বিশেষ উপকার লাভ করিবে। যথাঃ—মাথা ঘোরা, বেদনা, শিরঃপীড়া, গাত্র জ্বালা, শরীর অবসন্নতা, হৃদকম্প, চক্ষে ঘোর দর্শ, মস্তিষ্কের ক্ষীণতা উদারাধ্যান, বায়ু উদ্গার ইত্যাদি মূল্য ১ প্যাকিং ৵

৪। বাতরাজ তৈল ইহাতে বিবিধ বাত যথা কামড়ালে, বিদ্ধুনে, কণকণে, হাত পা অবশ, বা টেনে ধরা যত দিনের হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে মূল্য ৸০ প্যাকিং ৵

৫। চর্ম্ম রোগাদি তৈল। গরল, দাদ চুলকনি, গলিত কুষ্ঠ, পাঁচড়া, টাক, পারা দ্বারা বা শোণিত বিকৃত হইয়া ত্বকের উপর চক্রাকার মূল্য ৸০ প্যাকিং৵

৬। কর্ণ পীড়া তৈল। ইহাতে কর্ণের বিবিধ পীড়া, কাণের ভিতর ঘা, ও রস বা পুঁজ পতন, বা বধিরতা দোষ আরোগ্য হইবে মূল্য ৷৷০ প্যাকিং ৴১০

৭। শরীর শাধক বটিকা। মেহ ধাতুস্থ পীড়া, বহুমূত্র, শ্বেত প্রদর, স্ত্রী লোকের বাধক পুরতন কাশী অম্ল পিত্ত, গুল্ম, অর্শ, দুর্ব্বলতা ও পুরুত্ব হানি এক একটি রোগের ভিন্ন ২ অনুপান দিয়া সেবন করিলে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে মূল্য ১৷৵ প্যাকিং ৴০

৮। গ্রহিণী ও রক্ত আমাশয়ের বটিকা। ইহাতে নুতন বা পুরাতন আমাশয়, পেটের বেদনা, কামড়ালি, ও গ্রহিণী পীড়ার উপশম হইবে। মূল্য ৸ ঐ

৯। উপদংশ রোগ ও ঘার অতি উত্তম মলম॥ (পারাসংস্লিষ্ট রহিত) নানা বিধ গরামর অন্যান্য ঘা, যথা। নুতন, পুরাতন ঘা, নালী ঘা, অর্শ পীড়ার যে ঘা বলি থাকে, পারার ঘা, বিশেষতঃ নুতন ঘা এক সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য হইবে। মূল্য॥০ ঐ ৴১০

কেশকন্দর্প তৈল।

১০। ইহা মস্তকে ব্যবহার করিলে কেশ মূল বলিষ্ঠ হইয়া কেশের স্থূলতা, কেশ বৃদ্ধি কা রতা, ও কেশের সুচিকর্ণতা গুণ দর্শিবে। এমন কি, অকালে যে কেশ শুভ্র হয়, তাহা এই তৈল দ্বারা স্বাভাবিক কৃষ্ণ বর্ণ প্রাপ্ত হইবেক। বিশেষতঃ, ইহা দ্বারা মস্তিষ্কের হীনতা দূরীকৃত হইয়া মস্তিষ্ক সুশীতল হইবেক। মূল্য ৸০, প্যাকিং ৴১০

যশোর লোন কোম্পানী লিমিটেড
মূলধন ২০০০০ বিশ হাজার টাকা, প্রতি অংশ দশ টাকা।

১৮৬৬। ১০ আইনানুসারে, উক্ত কোম্পানী স্থাপিত ও রেজেষ্টরিকৃত হইয়াছে। কোম্পানি সংস্থাপনের অভিপ্রায় এই যে, টাকা কর্জ্জ দিয়া সুদ গ্রহণ করা এবং ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্যং যে কর্ম্ম করা অবশ্যক তাহা করা।

এতদ্দারা সর্ব্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কেহ কোম্পানির মুলধনের অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে যিনি যত অংশ লইতে ইচ্ছা করেন তাহা আমাকে লিখিত পত্রের দ্বারা নাম নিবাসাদি সহ জ্ঞাত করিবেন। কোম্পানীর কার্য্য সম্বন্ধে যে কোন বিষয় কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন তিনি যশোর লোন কোম্পানীর কার্য্যালয়ে আমার নিকট অথবা ঐ কোম্পানীর পক্ষে মেনেজিং ডিরেকটর শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন গুহ মহাশয়ের নিকট জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন
সেক্রেটরি লোন কোম্পানী
যশোর।

বঙ্গবিজেতা—ঐতিহাসিক উপন্যাস।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। কলিকাতা ২৪৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ষ্টানহোপ যন্ত্রে, ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। মূল্য ১৷০ ডাক মাশুল ৵০ অনা।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান
প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের

অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মুল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কোষবৃদ্ধি (একশীরা) পীড়ার মহৌষধ।

এই কষ্টকর পীড়া যদি এক বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে সমুদ্ভুত হইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই মহৌষধ এক কৌটা মাত্র সেবন করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এই পীড়া এক বৎসরের অধিক কালের হইলে ইহা কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল সেবনেই নিঃশেষ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ কয়েক দিবস সেবনেই জ্বর, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি উপদ্রব সকল দুরীকৃত হয়। এই ব্যাধি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা যে পুরুষত্বের হানি হইয়া থাকে তাহাও ইহা সেবনে বিশিষ্ট রূপ আরোগ্য হয়।

এক কৌটার মুল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ।০

সুরসুন্দরীবটিকা।

(সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।)

ইহা সেবন করিলে রক্ত ও শ্বেত প্রদর, কষ্টরজ বাধক, রোগ বন্ধ্যা এবং অকাল প্রসব অর্থাৎ গর্ভস্রাব ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। এই কল্যাণকর সিদ্ধ বটিকা সর্ব্ব শরীরের রক্ত পরিস্কার করিয়া জরায়ুর সমস্ত পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য করে।

এক কৌটার মুল্য ২ টাকা। ডাক মাশুল

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাগ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা পথ্যাপথ্য ঔষধপ্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানাপ্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মূল ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া ২ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে; প্রতিখণ্ডের মুল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ।০ আনা। আবশ্যক হইলে আমার নিকট মুল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ; কর্ম্মাধ্যক্ষ।

মৎস্য ধরিবার সরঞ্জম।

আমরা বিলাত হইতে অতি উত্তম উত্তম মৎস্য ধরিবার সরঞ্জম অর্থাৎ বিলাতি ছিপ, সুতা, হুইল, গট, বড়সি ইত্যাদি অতি সুলভ মুল্যে বিক্রয়ার্থে আমদানি করিয়াছি। যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় তত্ত করিলে সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।

ডি, এন, বিশ্বাস এবং কোং
৩২ নং ডেল হাউস স্কয়ার দক্ষিণ,
বন্দুকের দোকান।
কলিকাতা

বিজ্ঞাপন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ।

মৌয়ার বিচি।

আগামী ১৮৭৬ এক হাজার আট শত ছেয়াত্তর সালের ২০এ জুনের অপরাহ্ণ পাঁচটা পর্য্যন্ত ১০০০ এক হাজার হাণ্ড্রেডওয়েট অর্থাৎ প্রায় দেড় হাজার মোন অতি উৎকৃষ্ট ভাজা মৌয়ার বিচি যোগানের সিল করা টেণ্ডার কলিকাতা রেলওয়ে কোম্পানির আফিসে গ্রহণ করা যাইবে। উহা ভাল কি মন্দ তাহা রেলওয়ে কোম্পানির ওয়াইল ফ্যাক্টরির ম্যানেজার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

বিচি প্রতি বারে এক সময়ে ১৫০ দেড় শত হাণ্ড্রেডওয়েট অর্থাৎ প্রায় পোনে দুই শত মোনের কম গৃহীত হইবে না। সমুদায় জিনিস গুলি ছয় মাসের মধ্যে দেওয়া চাই, অর্থাৎ আগামী ১৮৭৬ সালের ৩১এ ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত দ্রব্য ডেলিভারী করিতে হইবে।

আলাহাবাদের পর ১১ মাইল দূরে মানওয়ারী নামক স্থানে ডেলিভারি করিতে সমুদায় খরচা সমেত প্রতি হাণ্ড্রেডওয়েট বিচি কি দরে দিতে পারিবেন টেণ্ডারদাতাগণ তাহা যেন স্পষ্ট করিয়া টেণ্ডারে লিখিয়া দেন।

রবার্ট রবার্টস্
আকটিং এজেণ্ট
Robert Roberts
Acting Agent

কলিকাতা, ৮ই জুন ১৮৭৬।

আমি ইংলণ্ড হইতে সমস্ত হোমিওপ্যাথি ঔষধ আনাইয়াছি। ডাইলিউসন ইত্যাদি আমার স্বহস্তে প্রস্তুত হইবে। নিম্ন লিখিত পুস্তক ও অন্যান্য ঔষধ এখানে পাওয়া যায়।

আমার প্রণীত

	মায় ডাকমাশুল
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞান ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা	১।৵০
ঐ ঐ ঐ ২য় সংখ্যা	১৷৵
হোমিওপ্যাথি ভৈষজ্যতত্ত্ব ১ম সংখ্যা	১৵০
অর্শরোগের মহৌষধ	১॥০

রোগীরা আপন আপন লক্ষণ পাঠাইবেন

টাক রোগের মহৌষধ।

হোমিওপ্যাথিক মেডিসন চেষ্ট	২৫
ঐ ওলাউঠার ২০ শিশি বাক্স	১০
ঐ ১০ শিশি বাক্স	

এই বাক্স এক খানি পুস্তক থাকিবে যাহা দ্বারা এই কঠিন ব্যাধি ও ইহার নানা প্রকার পরিবর্ত্তীত পীড়ার চিকিৎসা অতি সহজে করা যাইবে। ইহ নিতান্ত সরল ভাষায় লিখিত।

শ্রীবিহারিলাল ভাদুড়
৩৪ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট।

রোগ বিশেষে ব্যবস্থা।

মুল্য ।১০

উজীর পুত্র চতুর্থ পর্ব্ব।

প্রতি আট পেজি ফরমার
মুল্য

শ্রীফকির চাঁদ বসু দেব
৫৪ নং হাটখোলা
৫ নং শোভাবাজার রাজবাটী।

ডাক্তার ফকির চাঁদ বাবুর কৃত অব্যর্থ ঔষধ সকল।

১। যকৃত বৃদ্ধি ও জ্বর। ১৪ দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ হয়

২। শুদ্ধ যকৃত বৃদ্ধি ৭ দিনে আরোগ্য লাভ হয়।

৩। উলাউঠা ভেদব মি তৎক্ষণাৎ রহিত হয়। নাড়ী গরম হয়

৪। দন্তশূল। দিবা মাত্র আরোগ্য হয়।

৫। খোস পাচড়া। ২ দিনে আরাম হয়।

৬। ঠুনকো। একে দিনেই ঐ

৭। পিলে জ্বর সাত দিনে ঐ

৮। সুদ্ধ পিলে। দশ দিনে ঐ

৯। সুখো মলম। পচা ঘা পাঁচ ছয় দিনে শুকিয়ে যায়

১০। অম্ল শূল দুই পানেই তৎক্ষণাৎ আরাম হয়।

১১। পুরাতন ও মালেরিয়া জ্বর। সাত দিনে আরাম হয়।

১২। রক্ত পিত্ত। দুই পানে রক্ত উঠা রহিত হয়।

১৩। অগ্নি মান্দ্য বা অক্ষুধা তিন দিনে ভাল হয়।

১৪। গ্রহিণী। সাত দিনে ভাল হয়।

১৫। বমন। তৎক্ষণাৎ ভাল হয়।

১৬। দাদ। তিন দিনে ভাল হয়।

১৭। আম বাত। এক দিনেই ভাল হয়।

১৮। পুরাতন ধাতু চালা। সাত দিনে ভাল হয়।

হাটখোলার ৫৪ নং ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক রোগের অব্যর্থ ঔষধ প্রস্তুত আছে মুল্য বোতল শিশির গায় লেখা আছে।

ডাক্তার শ্রীফকির চাদ বসু দেব।
৫নং সভাবাজার রাজ বাটী।
কলিকাতা।

নিম্নলিখিত রোগের অবধৌত মতের ঔষধ আমার নিকট পাওয়া যায়।

মুল্য ৪ মোড়া টাকায়।

১ মলবদ্ধ। ২ হাওয়াল দেল্। ৩ বমন। ৪ উদরী। ৫ পুরুষত্বহানি। ৬ অগ্নি মান্দ্য। ৭ প্রস্রাব জ্বালা। ৮ ধাতুক্ষরা। ৯ বহুমূত্র। ১০ সিত্র বা ধবল। ১১ হাঁপানি কাশী। ১২ আমাশয়। ১৩ এক কপালে মাথা ব্যথা। ১৪ পেটের দুর্গন্ধ। ১৫ ন্যাবা। ১৬ প্রমেহ। ১৭ বায়ুগোলা। ১৮ মুখের দুর্গন্ধ। ১৯ রক্ত পিত্ত।

শ্রীফকির চাঁ বসু দেব।
৫৪ নং হাট খোলা।
৫ নং সভাবাজার রাজবাটি
কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত
আশা কানন কাব্য

প্রকাশিত হইয়াছে। মুল্য ১ এক টাকা ডাক মাসুল ৵০

রায়যন্ত্র ১৭ নং ভবাণী চরণ দত্তের লেন,
ক্যানিং লাইব্রারি, ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট,
সোমপ্রকাশ যন্ত্র, ভবানীপুর।
এবং এম, এল, মল্লিক এবং কোং এর দোকান ৩৭ নং সোয়ালো লেনে প্রাপ্তব্য।

জয় পাল।

ইতিহাস মুলক নাটক।

কলিকাতা, কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রারি, বিশ্বাস এণ্ড কোং; বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রিট, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে; ঠনঠনিয়া, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, নং ৩৭, আলবার্ট প্রেস, চিনাবাজার, পদ্ম চন্দ্র নাথের দোকানে ও অপরাপর স্থানে এবং গড় পার ভে নং ৪৯ গড পার বান্ধব, পাঠ্য পুস্তকালয় অথবা আমার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মুল্য ১ এক টাকা; ডাক মাশুল ৵০ দুই আনা মাত্র।

শ্রীপ্রথম নাথ মিত্র।
নং ৫৯, গড় পার রোড, কলিকাতা।

নগ-নলিনী নাটক। মূল্য ১ এক টাকা, ডাক মাশুল /০ এক আনা। উক্ত২ স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

সংস্কৃত মহাভারত (দেবনাগর অক্ষরে)

(৩ বৎসরে সমগ্র গ্রন্থ সমাপ্ত হইবে।)

নীল কণ্ঠের টীকা সমেত।

ডিমাই ৮ পেজি ৩০ ফর্ম্মার এক এক খণ্ড প্রতি মাসে প্রকাশিত হইতেছে।

মূল্যের নিয়ম।

নিয়মিত গ্রাহকের জন্য সমগ্র গ্রন্থের অগ্রিম	২৫
ঐ……………বার্ষিক (১২ খণ্ডের ঐ	১০
ঐ……………মাসিক ১ খণ্ডের ঐ	১
নিয়মিত গ্রাহক ব্যতীত অন্যের পক্ষে প্রতি খণ্ডে	১৷০

ডাক মাশুল প্রতি খণ্ডে ৵০ হিসাবে

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুত গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ কোং দ্বারা প্রকাশিত গ্রন্থের যাঁহারা গ্রাহক ছিলেন, তাঁহারা যদি আমাদের গ্রন্থের গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে নিজ২ নাম ও ঠিকানা লিখিয়া জানাইবেন। তাঁহারা যত দূর পর্য্যন্ত পাইয়াছেন, তার পর হইতে পাঠান যাইবে।

ক্ষুদ্র অক্ষরে এবং অতি সুলভ মূল্যে শেষোক্ত গ্রন্থের আর ও এক সংস্করণ প্রকাশিত হইবে। তাহা ২বৎসর মধ্যে অর্থাৎ ২৪ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে।

মুল্যের নিয়ম।

নিয়মিত গ্রাহকের জন্য সমগ্র গ্রন্থের অগ্রিম	১৫
ঐ……………বার্ষিক (১২ খণ্ডের) ঐ	৯
ঐ……………মাসিক ১খণ্ডের ঐ	১
গ্রাহক ব্যতীত অন্যের জন্য প্রতি খণ্ড নগদ	১৷০

মফঃস্বলের মুল্যপ্রাপ্তি।

রাজা সত্যসত্য ঘোষাল বাহাদুর, বরাহনগর	১৪
শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ সাহা, কৃষ্ণপুর নেছারগঞ্জ	১০
' ' মোহিনীনাথ মুখোপাধ্যায়, মজাফাপুর	১০
' ' প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আম্বলা	৫
' ' নিত্যানন্দ রায়, চক বাজার চিটাগাং	১০
' ' কালীনারায়ণ রায় সলট ওয়ার্কস সুলতানপুর	১০
' ' কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী ময়মানসিং	১০
' ' বেনীগোপাল মুখোপাধ্যায় গোয়াড়ি	১০
' ' সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্দ্ধমান	১০
' ' শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ জব্বলপুর	৫
' ' নীলমণি চট্টোপাধ্যায় কুচবেহার	
' ' উমাচরণ রায় চট্টগ্রাম	
' ' ত্রৈলোক্যনাথ সেন ঝিনিদা	৬
' ' রামস্মরণ লাল দেওঘর	১০
' ' প্রসন্ননাথ চৌধুরী কিচক, শিবগঞ্জ বগুড়া	১০
' ' কালীকুমার বসু আলাহাবাদ	৫
' ' কুঞ্জকিশোর দত্ত সিলেট	৩
' ' তারিণীচরণ দত্ত মতিহারি চাম্পারাম	৫॥০
' ' ধনকৃষ্ণবন্দ্যোপাধ্যায় বকটিয়ারপুর	৫
' ' গিরীশচন্দ্র চৌধুরী পিরিজপুর	
' ' নীলমণি সিদ্ধান্ত উল্লাপাড়া পাবনা	
' ' বেহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নয়াদুমকা	৫
মহিমুদ্দিন মহম্মদ ফাঁশীদেওয়া, জল পাইগুড়ি	২৫০
শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবল্লব রায় জঙ্গিপুর	১০
' ' দিননাথ রক্ষিত অকাল পৌষ, বর্দ্ধমান	৩৷৵০
' ' উমাচরণ সাধু খাঁ বরনডালি যশোহর	৫
' ' বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় ছাপরা সারণ	১০

নূতন সুলতানের সঙ্গে কার্য্য করিবেন না। নূতন সুলতানের সঙ্গে ইহারা নূতন বন্দোবস্ত করিবেন।

"তুর্কি সম্বন্ধে নানা জনের মুখে নানা রূপ কথা শুনা যাইতেছে। এই রূপ রাষ্ট্র ইংলণ্ড এবং অপর কয়েক রাজ্য তুর্কি সম্বন্ধে একমত হইয়াছেন। প্রশিয়া ইহাদের সঙ্গে ঐক্য হন নাই। তবে কোন বিষয়ের এখনও কোন স্থির হয় নাই। বোধ হয় সত্বর স্থির হইবে।

"মন্ত্রী ডিসরেলি হাউস অব কমন্সে বলেন যে তুর্কি সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য তৎবিষয়ে ইংলণ্ড ও অপর রাজ্য সমুদয় একমত হইয়াছেন। ইহারা এই রূপ স্থির করিয়াছেন যে, কোন রাজ্য আপাততঃ নূতন সুলতানের উপর অপেক্ষাকৃত অধিক আধিপত্য দেখাইতে পারিবেন না। সুলতানকে সময় দেওয়া হইবে, তিনি মন্ত্রীদিগের সাহায্যে রাজ্যে এক নূতন শাসন প্রণালীর প্রবর্ত্তনা করিবেন। এবং তুর্কির প্রতি সার্বিয়ার যাহাতে বৈর ভাব অন্তর্হিত হয়, অষ্ট্রিয়া রুশিয়া এবং ফ্রান্সস তাহার যত্ন করিতেছেন। ইউরোপের সকল রাজ্যই মুরাদ এফেন্দির সিংহাসন আরোহণ অনুমোদন করিয়াছেন এবং ইউরোপের সকল সম্প্রদায়ের লোক ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

"তুর্কির গ্রাণ্ড বিজিয়ার সুলতানের অধীনস্থ সমুদয় প্রধান২ কর্ম্মচারিকে আদেশ করিয়াছেন যে, মৃত সুলতান যে নিয়ম অনুসারে রাজ্য সংস্কার করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন সে নিয়মে কার্য্য করার প্রয়োজন নাই। রাজ্য সংস্কার সম্বন্ধে সত্বর নূতন নিয়ম প্রকাশিত হইবে।

"সার্বিয়া হইতে তুর্কিতে এক জন দূত আগমন করিয়াছেন। ইনি বলিতেছেন যে, তুর্কির সঙ্গে বিবাদ করা সার্বিয়ার আর ইচ্ছা নাই।"

উপরের তারের সম্বাদ গুলি পাঠ করিলে বোধ হয় যে তুর্কি এখনও টলমল করিতেছে। তুর্কির উপর যে তরঙ্গ উঠে তাহাতে যদি ইউরোপের প্রধান প্রধান জাতির মধ্যে মনান্তর না হইত তাহা হইলে উহা এত দিন রসাতলে যাইত। তুর্কির বিপদ দেখিয়া রুশিয়া, প্রশিয়া, অষ্ট্রিয়া সম্ভবতঃ আনন্দিত হন। তাহারা সম্ভবতঃ পোলাণ্ডের ন্যায় তুর্কিকে উদরস্থ করিবেন এই রূপ আশা করেন, কিন্তু এই আশা পূর্ণ করার কোন রূপ সুবিধা পান না। পোলাণ্ডের এবং তুর্কির অবস্থা এক রূপ নহে। পোলাণ্ড সহায়শুন্য অবস্থায় পতিত হয়। আত্ম বিচ্ছেদ ও কলহে জীর্ণ হইয়া পড়ে এবং পোলাণ্ড এক রূপ রুশিয়ার অন্তর্গত, ইংলণ্ড তুর্কির প্রধান সহায়, আবার তুর্কির মধ্যে প্রকৃত আত্ম কলহ উপস্থিত হয় না। অনেকে আশা করিতেছেন যে, নূতন সুলতানের সিংহাসন আরোহণে তুর্কি আবার বলবান হইবে। তুর্কির দুরবস্থা সম্প্রতি হয় নাই, অনেক দিন অবধি সেখানে এই রূপ গোলযোগ যাইতেছে। সেবার ইংলণ্ড ও ফ্রান্সস যদি সহায়তা না করিতেন তাহা হইলে এত দিন তুর্কির রুশিয়ার গর্ভে গমন করিতে হইত। যখন সুলতান আজিজ সিংহাসন আরোহণ করেন, তখন রাজ্যে এই রূপ গোলযোগ। আজিজের পিতা সুলতান মাহামুদ আপনার ক্ষমতায় বিখ্যাত হন কিন্তু তিনি ত্রসমুদয় গোলযোগ নিবারণ করিতে পারেন না। তাহার ভ্রাতা আবদুল সর্জ্জিত সিংহাসন আরোহণ করিয়াও ইহার সংশোধন করিতে পারেন না। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে ইহার মৃত্যু হইলে সুলতান আজিজ সিংহাসন আরোহণ করেন। আজিজ সিংহাসনে আরূঢ় হইলে সকলেই সন্তুষ্ট হন। সকলেই আশা করেন যে এইবার বুঝি তুর্কির দুর্গতির শেষ হয়। আজিজ রাজ্য ভার প্রাপ্ত হইয়া দেশের বিস্তর উন্নতি করেন কিন্তু অবশেষে তিনি অধোগতি প্রাপ্ত হন।

রক্তাধিক্য জনিত রোগে রক্ত মোক্ষণ করিয়া রোগ শান্তি করার চেষ্টা করা হইয়া থাকে। আবার কোন২ চিকিৎসক রোগ জনিত দৌর্ব্বল্যে রোগীর শরীরে শিরা যোগে বা অন্য কোন প্রকারে জীব জন্তুর এমন কি মনুষ্যের রক্ত প্রবেশ করাইয়া দিয়া থাকেন। আমেরিকায় দৌর্ব্বল্য রোগে সম্প্রতি কোন২ চিকিৎসক রক্ত পানের ব্যবস্থা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নিউ ইয়ার্কের এক খানি সম্বাদ পত্র বলেন যে নিউইয়র্ক নগরের অনেক অধিবাসী প্রতি দিন তত্রত্য "গোখানা" সকলে আসিয়া গোরক্ত পান করিয়া থাকে। যাহারা এই রূপে রক্ত পান করে কিছু দিনে তাহাদের রক্ত পিপাসা প্রবল হইয়া উঠে, এমন কি কাহার২ মনুষ্য রক্ত পানেও বলবতী ইচ্ছা হয়। উক্ত পত্রের সম্পাদক এই ভয়ানক ঔষধ সেবনের দুইটী লোমহর্ষণ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। একটী সম্ভ্রান্ত পরিবারের একটী যুবতী স্ত্রী বিদ্যালয়ে রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। চিকিৎসক তাঁহাকে রক্ত পানের ব্যবস্থা দেন। তিনি অতি সংগোপনে নিকটস্থ একটি গোখানায় গিয়া নিত্য গোরক্ত পান করিয়া আসিতেন। কিছু দিনের মধ্যে তিনি হৃট পুষ্ট হইয়া উঠেন। পরে তিনি তাহার জীবনদাতা উক্ত চিকিৎসককে বিবাহ করেন। চিকিৎসক স্বামী এক দিন কৌতুহল পরবশ হইয়া তাঁহার পায়ের একটি শিরা কাটিয়া দিয়া তাঁহার স্ত্রীকে রক্ত পান করান। রক্ত পান মাত্রেই যুবতীর তদীয় স্বামীর রক্ত পানের পিপাসা প্রবল হইয়া উঠে। স্বামী এই রাক্ষসীর সঙ্গে বাস করিতে না পারিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে চলিয়া যান। দুর্ভাগা স্ত্রী এখন রুগ্নাবস্থায় পতিত রহিয়াছে এবং গোখানার রক্ত পান করিয়া জীবন যাপন করিতেছে। পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়স্কা আর একটি স্ত্রী ঐ রূপে রক্ত পান করিতে অভ্যাস করে। চিকিৎসকের পরামর্শ ক্রমে সে প্রতি দিন ৪ বার কডলিবার ওয়াইলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রক্ত পান করিত। এই সময় তাঁহার স্বামীর এক দিন দৈবাৎ গ্লাসে হাত কাটিয়া যায়। রক্ত বন্দ করিবার জন্য সে দৌড়াইয়া যায়। কিন্তু রক্ত বন্দ না করিয়া তাঁহার স্বামীর আহত স্থান চুষিতে আরম্ভ করে। সে চুষিয়া এত রক্ত পান করে যে স্বামী মূর্চ্ছিত হইয়া মরিয়া যায়। ইতি মধ্যে তথায় গৃহের অধিকারিণী আসিয়া উপস্থিত। তিনি আসিয়া দেখেন যে স্ত্রীটি রক্তাক্ত মুখে তাহার জ্ঞান শূন্য স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া আছে। তিনি উপরোক্ত চিকিৎসকের নিকট হইতে ইহার কারণ অবগত হইয়া স্বয়ং রোগীর তত্বাবধানে নিযুক্ত হন এবং আহত স্থানে একটী ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেন। চারি দিন পরে তিনি আবার দেখেন রোগীর স্ত্রী ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া রক্ত পান করিতেছে। স্ত্রীটী এখন উন্মাদ হইয়াছে।

ইউরোপীয় বিজ্ঞানের প্রভাবে এতদ্দেশীয় সমুদয় বিজ্ঞান ও শিল্প ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্র আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রকে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। প্রত্যুত আমরা দেখিতেছি আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি ক্রমে সজীব হইয়া উঠিতেছে। গত ৪।৫ বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় ৪।৫ টী আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয় স্থাপিত হইয়াছে। এমন সময় চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধীয় নূতন মুল গ্রন্থ সকল প্রণীত না হউক, প্রাচীন গ্রন্থ সমুহ এবং তাহার অনুবাদ প্রচার হওয়া আবশ্যক। ইতি পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদীয় ২। ৪ খানি গ্রন্থের মুল ও অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে। কয়েক দিন হইল আমরা গোবিন্দ দাস বিশারদ প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ "ভৈষজ্য রত্নাবলী" গ্রন্থের এক খানি অনুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি অনুবাদের প্রথম খণ্ড। এ অনুবাদ খানি প্রসিদ্ধ চন্দ্র কিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিনোদ লাল সেন কবিরাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ভৈষজ্য রত্নাবলীর প্রধান গুণ এই যে উহাতে বাহুল্য কথা নাই। ইহাতে রোগের নাম, তদুপযোগী ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা এবং ঔষধ প্রস্তুতের প্রক্রিয়া এই কয়েকটী বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় এই কয়টী বিষয় থাকিলেই এক খানি চিকিৎসা গ্রন্থ সাধারণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইতে পারে। অনুবাদক ইহাতে মুল শ্লোক গুলিও সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং এ গ্রন্থখানি শাস্ত্রবিৎ চিকিৎসকদিগেরও ব্যবহারে আসিবে।

যুবরাজ যখন ভারতবর্ষ পরিভ্রমণার্থ আইসেন তখন লণ্ডনস্থ ক্রাউন পারফিউমারি কোম্পানি প্রকাশ করেন যে যুবরাজের ভারত দর্শন সম্বন্ধে যাঁহারা ইংরাজি বা ভারতবর্ষীয় কোন ভাষায় উৎকৃষ্ট পদ্য লিখিবেন তাঁহাদিগকে উক্ত কোম্পানি এক হাজার টাকা পুরস্কার করিবেন। প্রায় ১৫০ জন ব্যক্তি কবিতা রচনা করেন। ইহার মধ্যে নানা জাতীয় ও নানা বর্ণের লোক ছিলেন। ইহার মধ্যে আট খানি কাব্য পুরস্কারের যোগ্য হইয়াছে। ইহার ৪ খানি ইংরাজী রচয়িতাগণের নাম—সতীশচন্দ্র দত্ত, রাম শর্ম্মা, রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির জনৈক সভ্য, এবং টিকেল সাহেব। এই চারি জনের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তির রচিত কাব্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অবশিষ্ট ৪ খানির ১খানি বাঙ্গলায়, প্রণেতা চট্টগ্রামের বাবু নবীন চন্দ্র সেন। দ্বিতীয় খানি তৈলঙ্গী ভাষায়, রচয়িতা মান্দ্রাসের কোরকণ্ড বেঙ্কট রত্ন। তৃতীয় খানি সংস্কৃতে, রচয়িতা তারা চাঁদ শাস্ত্রী। চতুর্থ খানির নাম আমরা জানিতে পারি নাই।

সংবাদ

—আলীপুরে একটী জুয়াচোর সাহেব কেমন করিয়া তত্রত্য কলেক্টরি হইতে ২৩ শত টাকা বাহির করিয়া লয়। তাহার একটী বিবরণ ইংলিশম্যানে প্রকাশিত হইয়াছে। সাহেবটির প্রকৃত নাম রস্, কিন্তু সে এত দিন আপনাকে স্কট বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিয়াছে। আলীপুরের ডেপুটী কলেক্টর এক দিন ডাকে লেঃ গবর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটরি সাহেবের দস্তখতি এক খানি চিটি প্রাপ্ত হন। সে পত্রে লেখা থাকে যে স্কট নামক এক ব্যক্তি কোন বিশেষ কর্ম্ম করাতে লেঃ গবর্ণর তাহাকে তিন শত টাকা দান করিয়াছেন এবং সে উপস্থিত হইলে সে টাকা যেন তাহাকে দেওয়া হয়। পর দিন স্কট প্রাইভেট সেক্রেটরির দস্তখতি আর এক খানি চিটি লইয়া উপস্থিত হয়। তাহাতে লেখা থাকে যে পত্র বাহক উক্ত টাকা পাইবে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব আলীপুরে না থাকায় ডেপুটি কলেঃ জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটকে এ বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন এবং জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট উক্ত ব্যক্তির উপযুক্ত সেনাক্ত লইয়া টাকা দিতে আদেশ করেন। স্কট এই কথা শুনিয়া বলে যে সে বিদেশী, তাহাকে এখানে কেহ চিনে না, সে কেমন করিয়া আপনার সেনাক্ত দিবে। ইহাই বলিয়া সে চলিয়া যায়। পর দিন সে প্রাইভেট সেক্রেটরির দস্তখতি আর এক খান চিটি লইয়া আইসে, তাহাতে তাহার বিশেষ পরিচয় লেখা থাকে। এই পরিচয় যথেষ্ট বিবেচনা হওয়ায় তাহাকে ৩০০ টাকা দেওয়া হয়। কিছু দিন পরে স্কট আবার কলেকটরিতে উপস্থিত হইয়া প্রাইভেট সেক্রেটরির দস্তখতি আর এক খানি চিটি দেখায়। তাহাতে লেখা থাকে যে স্কট কোন কারণ বশতঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাইতেছে অতএব তাহার পাথেয় জন্য লেঃ গবর্ণর ২৫০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এবার অতি সহজেই এ টাকা তাহার হস্তগত হয়। দুই সপ্তাহ পরে স্কট পুনরায় ঐ রূপ আর এক খানি পত্র সহ উপস্থিত হয়। তাহাতে লেখা

থাকে যে স্কট কোন বিশেষ কার্য্য করাতে লেঃ গবর্ণর তাহাকে হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হন, অতএব হাজার টাকার অবশিষ্ট ৪৫০ টাক তাহাকে দেওয়া হয়। এ টাকাও তাহার হস্তগত হইল। দুই তিন সপ্তাহ পরে স্কট আবার উপস্থিত। প্রাইভেট সেক্রেটরির চিটিতে এবার এই লিখিত থাকে যে লেঃ গবর্ণর শিল্প প্রদর্শনী মেলার জন্য স্কটের নিকট হইতে কতক গুলি ছবি ক্রয় করিয়াছেন, তাহার মুল্য বাবদ তাহাকে ৫০০ টাকা দেওয়া হয়। এ টাকাও অবিলম্বে তাহাকে দেওয়া হইল। দুই তিন সপ্তাহ পরে স্কট আবার ঐ রূপ চিটি লইয়া উপস্থিত এবং এবার কতকগুলি ছবির মুল্য বাবদ ৮০০ শত লইয়া যায়। কিছু দিন পরে স্কট আবার এক চিটী লইয়া উপস্থিত। চিটীতে লেখা থাকে যে লেঃ গবর্ণর শিল্প প্রদর্শনী মেলার জন্য দ্রব্য সংগ্রহার্থ স্কটকে ইউরোপে প্রেরণ করিতেছেন, অতএব তাহার পাথেয় তিন হাজার টাকা দেওয়া হয়। এই বার আলীপুরের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের বুদ্ধির গোড়ায় জল আসিল। তাহাদের মনে সন্দেহ হইল যে লেঃ গবর্ণর এরূপ বৃদ্ধকে এই গুরুতর কার্য্যে নিয়োগ করিবেন কেন? শেষে অনুসন্ধানে প্রকাশ হইল যে প্রাইভেট সেক্রেটরির চিটী গুলি সমুদয়ই জাল। স্কট ধৃত হইয়া বিচারে নীত হইয়াছে।

—এদেশীয় লোকের বিশ্বাস যে, বাল্যকাল হইতে কোন বিদ্যা অভ্যাস না করিতে পারিলে তাহাতে পারদর্শী হওয়া যায় না। আবার এদেশে ৩০ বৎসরের অধিক বয়স হইলে লোকেয় মনে ঔদাস্য উপস্থিত হয়। কিন্তু পৃথিবীতে বৃদ্ধ বয়সে কত লোক কত বিষয়ে পারদর্শী হইয়াছেন তাহা বল যায় না। কেটোর বয়স যখন ৪০ বৎসর তখন তিনি গ্রীক ভাষা অভ্যাস করিতে প্রবর্ত্ত হন। সক্রেটিশ যখন এরূপ বৃদ্ধ হইয়াছেন যে তাহার শরীর ও চর্ম্ম গলিত হইয়া পড়িয়াছে তখন তিনি বাদ্য অভ্যাস করেন। প্লুটার্ক ৮০ বৎসর বয়সে লাটিন শিক্ষা করিতে প্রবর্ত্ত হন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জনশন উক্ত ভাষা অভ্যাস করেন। লিউডোবিকো মরেল ডেমকো নামক এক জন পণ্ডিত ১০৫ বৎসর বয়সে এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন। ওগিলবির বয়স যখন ৫০ বৎসর তখন তিনি লাটিন কি গ্রীক ভাষা জানিতেন না। অথচ তিনি গ্রিক ও লাটিন অভ্যাস করিয়া হোমার ও বার্জ্জিল অনুবাদ করেন। ফ্রাঙ্কিলিন ৫০ বৎসর বয়সে বিজ্ঞান চর্চ্চা আরম্ভ করেন। ড্রাইডেনের বয়স যখন ৬৮ বৎসর তখন তিনি ইলিয়াড অনুবাদ করেন। বোকেসিয়ার বয়স যখন ৩০ বৎসর তখন তিনি লেখা পড়া অভ্যাস করিতে প্রবর্ত্ত হন, অথচ তিনি এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ডেল্‌টও পিটাকও এই রূপ অধিক বয়সে বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করিয়া খ্যাত্যাপন্ন হন। সার হেনরি স্পেলমেনের বয়স যখন ৫০ কি ৬০ তখন তিনি বিজ্ঞান অভ্যাসে প্রবর্ত্ত হন অথচ তাহার সমকালে তাহার তুল্য পণ্ডিত আর কেহ ছিল না।

—চীনদেশে শুদ্ধ সুতার কাপড়ের কল সংস্থাপিত হয় নাই। সেখানে রেশমের কাপড় প্রস্তুত করারও কল সংস্থাপিত হইয়াছে। বোম্বাইতেও এই রূপ একটী কল স্থাপিত হইয়াছে। আশিয়ার মধ্যে ভারতবর্ষ, চীন, এবং জাপান এই তিন দেশে বাণিজ্য ব্যবসায়ের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ভারতবর্ষ পরাধীন। ইহার উন্নতির অনেকটা ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। চীন ও জাপান এদেশের ন্যায় পরাধীন নহে। এই দুই স্থানে যে পরিমাণে লোক বাণিজ্য ব্যবসায়ের উপকার বুঝিবে সেই পরিমাণে উহার উন্নতির জন্য তাহারা যত্নশীল হইবে। এখন প্রায় প্রতি চীনদেশের সম্বাদ পত্রে দেখা যায় যে, সেখানে বাহুল্য পরিমাণে আফিঙ্গের আবাদ আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি এক খানি চীনদেশীয় সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, চীনদেশের সিবফিং নামক স্থানে উৎকৃষ্ট আফিং প্রস্তুত হইতেছে এবং ক্রমে এখানে আফিঙ্গের আবাদ এত বৃদ্ধি হইতেছে যে, অনেকে অনুমান করিতেছেন যে দুই তিন বৎসরের মধ্যে এখান হইতে অন্য স্থানে বাণিজ্যের নিমিত্ত প্রেরিত হইবে। যখন ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট ইহাই বলিয়া মনকে সন্তুষ্ট করিতেন যে, চীনেরা আফিং প্রস্তুত করুক কিন্তু উহাতে চীনদেশে ভারতবর্ষের আফিং রপ্তানির কোন বিঘ্ন জন্মাইবে না। পরে যখন সেখানে অধিক পরিমাণে আফিং প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয় তখন গবর্ণমেণ্ট মনকে ইহাই বলিয়া সান্ত্বনা করেন যে চীনের আফিং বিস্বাদ, এবং উহা কেহ ব্যবহার করিবে না। যখন পরীক্ষার দ্বারা প্রতীয়মান হইল যে চীনের আফিং তরঙ্গ গুণে কোন অংশে ভারতবর্ষের আফিং হইতে ন্যূন নহে তখন তাহারা ইহাই বলিয়া মনকে প্রবোধ দেন যে, চীনেরা আফিং না ক্রয় করে আমেরিকায় এখন অনেকে আফিং ব্যবহার করিতেছে এবং তাহারা সেইখানে উহা প্রেরণ করিবেন। এখন বুঝি সে আশাও অন্তর্হিত হয়। চীনের যদি আফিং রপ্তানি আরম্ভ করে এবং যেরূপ ব্লাষ্ট্র প্রকৃতই যদি চীনদেশের আফিং ভারতবর্ষের আফিং অপেক্ষা ভাল হয় তাহা হইলে ইহার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের সমুহ বিপদ হইবার সম্ভব

—শুনা যাইতেছে যে যুবরাজ কাশ্মীরের মহারাজাকে একটী বহু মূল্যের অশ্ব উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছেন।

—ভারতবর্ষীয় জিওলজিকেল সরবে বিভাগ দ্বারা সিন্ধু নদের অপর পারস্থিত লবণময় প্রদেশ সুন্দর রূপে পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছে। যে সকল কর্ম্মচারী এই পর্য্যবেক্ষণের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহাদের রিপোর্টে প্রকাশ যে তথায় প্রায় পাঁচ শত ক্রোশ ব্যাপিয়া একটী লবণের স্তর বিদ্যমান আছে। স্থানে স্থানে দেখা গিয়াছে উক্ত স্তরের গভীরতা এক মাইলের পঞ্চম ভাগ। শতাধিক বর্ষ হইতে উক্ত প্রদেশ হইতে লবণ সংগৃহীত হইতেছে। কিন্তু তথাপি অনুমিত হইয়াছে যে, সহস্র বৎসরেও উহা নিঃশেষিত হইবে না। যে দেশের জলে লবণ, স্থলে লবণ, পর্ব্বতে লবণ, সে দেশে লিভরপুল হইতে লবণের আমদানি হয়!

—চীন দেশে চেফু নামক স্থানে অনাবৃষ্টি হয়। তত্রত্য এক জন ধনী মহাজন দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিয়া তদঞ্চলের সমুদয় শস্য ক্রয় করিয়া গোলাজাত করেন। প্রকৃতপক্ষে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হউক না হউক দেশের সমুদয় শস্য মহাজন একত্রিত করাতে সে অঞ্চলের লোকের অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইল। তাহারা কিছু কাল মহাজনের নিকট হইতে শস্য ক্রয় করিতে লাগিল, মহাজনও সময় পাইয়া শতগুণ লাভে জিনিষ ছাড়িতে লাগিলেন। ক্রমে দেশের লোকে অর্থশূন্য হইয়া দুই এক জন করিয়া মহাজনের নিকট শস্য কর্জ্জ লইতে আইল, কিন্তু মহাজন তাহাতে স্বীকার হইলেন না। শেষে দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহাকে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মহাজনের বিক্রয় করিয়া লোভ লাগিয়াছে, তিনি কিছুতেই শস্য ধার দিলেন না। শেষে তদঞ্চলের শত শত লোক জুঠিয়া মহাজনের বাটী ঘিরিল এবং মহাজনকে সপরিবারে গৃহে বদ্ধ করিয়া ঘরে আগুন লাগাইয়া দিল। মহাজন পরিবারস্থ ৪৭ জন লোক সহ মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইলেন।

—ব্রহ্ম দেশের উচ্চ প্রদেশ সমূহে পেট্রোলিয়ম নামক তৈল অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায়। সেখানে আপাততঃ ১৫০টী কূপ হইতে উক্ত তৈল সংগৃহীত হইতেছে। উক্ত কূপ সকলের বার্ষিক উৎপন্ন প্রায় ৩ লক্ষ মন তৈল।

—মারিচী দ্বীপে মুসর্ব্বর বৃক্ষের এত আবাদ আরম্ভ হইয়াছে যে অল্প কাল মধ্যে উক্ত বৃক্ষ সমুদয় দ্বীপময় হইয়া পড়িবে। ঝড়ে কি অনাবৃষ্টিতে উহার ক্ষতি করিতে পারে না। উহা চিনি অপেক্ষা বেশী লাভজনক হইয়া উঠিয়াছে।

—ইষ্ট বলেন যে গৌরীপুর নিবাসী মৃত বাবু রাম কিশোর আচার্য্যের পত্নী শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী দেবী ময়মনসিংহে ছাত্রদিগের জন্য একটী হিন্দুহোস্টেল গৃহ নির্ম্মাণার্থ ২০ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। উক্ত পত্রের সম্বাদ দাতা যথার্থই বলিয়াছেন যে, মফঃস্বলে এরূপ ছাত্র নিবাস সকল সংস্থাপন করার বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয় না। মফঃস্বলে ছাত্রগণ প্রায়ই তাহাদের অভিভাবকদের সহিত বাস করে।

—হিন্দুহিতৈষিণী বলেন, "ঢাকার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কার্য্য প্রণালীতে সকলেই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেছেন। শুনা যায় তিনি অনেক বিলম্বে কাছারিতে পদার্পণ করেন। বাঙ্গলা ভাষা জানা না থাকা প্রযুক্ত সাক্ষীর জবানবন্দীর সময়ে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। পরন্তু ইহাও শুনা গিয়াছে যে ইনি দিনবন্ধু পালকে আইন বিরুদ্ধ ওয়ারেণ্ট দ্বারা ধৃত করাতে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন। এক জন সাহেবের ছেলের সহিত বিরোধ বলিয়াই তিনি আইন বিরুদ্ধ ওয়ারেণ্ট দিয়াছিলেন।"

—গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি মিউনিশিপালিটিকে টাকা ঋণ প্রদানের পক্ষে নূতন একটি শাসন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। পূর্ব্বে কোন মিউনিশিপালটি যদি টাকা কর্জ্জ চাহিতেন এবং মাজিষ্ট্রেট ও কমিসনার যদি তাহার পোষকতা করিতেন তাহ হইলে গবর্ণমেণ্ট ঋণ প্রদানে আর আপত্তি করিতেন না। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন যে, কোন মিউনিশিপালিটি গবর্ণমেণ্টের নিকট কোন কার্য্যের নিমিত্ত টাকা ঋণ প্রার্থনা করিলে মিউনিসিপ্যালিটীর গবর্ণমেণ্টকে অবগত করাইতে হইবে যে, তাহারা কি নিমিত্ত টাকা চান এবং যে কার্য্যের নিমিত্ত ঋণ করিবেন তাহা সুসম্পন্ন হইতে পারে কি না এবং তাহা দ্বারা কি উপকার হইবে পাবলিক ওয়ার্কের কোন কর্ম্মচারির সে সম্বন্ধে স্বীয় মত প্রদান করিতে হইবে। পাবলিক ওয়ার্কের কোন কর্ম্মচারী ইহার পোষকতা না করিলে গবর্ণমেণ্ট ঋণ প্রদানে স্বীকৃত হইবেন না। গবর্ণমেণ্টের এরূপ নিয়ম করাতে মঙ্গল কি অমঙ্গল হইবে তাহা এখন বলা যায় না। এ দেশের পাবলিক ওয়ার্কের কর্ম্মচারীরা এত অপব্যয়ী ও কার্য্যে তাহারা এত ত্রুটি করেন যে তাহাদের মত লইয়া কার্য্য করিলে অনেক মিউনিশিপ্যালিটী ক্ষতিগ্রস্থ হইতে পারেন।

—ওয়াইজ সাহেব হিন্দুদিগের প্রাচীন চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে এই রূপ লিখিয়াছেন। ভারতবর্ষে অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় চিকিৎসা শাস্ত্রও প্রায় লোপ হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি ডাক্তার ফেয়ার সাহেব নানা পরীক্ষা দ্বারা সর্প চিকিৎসার যে উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন পূর্ব্ব কালের চিকিৎসকেরা অবিকল তাহাই সাব্যস্ত করেন। তাহারা ব্যবস্থা করেন যে যদি হস্ত পদে সর্প দংশন করে তাহা হইলে দষ্ট স্থানের উপর রজ্জু, বস্ত্র কি অপর কিছু দ্বারা এরূপ দৃঢ় ভাবে বন্ধন করিতে হইবে যে বিষ শরীরের মধ্যে প্রবেশ না করে। যেখানে বন্ধন করিবার সুবিধা নাই সেখানে মুখ কি শিঙ্গা দ্বারা চুষিয়া বিষ বহির্গত করিতে হইবে অথবা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতে হইবে। এ দেশের মাল বৈদ্যদিগের চিকিৎসা প্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যাহাদের ইহা অবগত হইতে ইচ্ছা থাকে তাহারা সর্প চিকিৎসা পুস্তক পাঠ করিবেন। ইংরাজদিগের ন্যায় আত্মম্ভরী লোক জগতে নাই। তাহারা যদি একটু অহংকার পরিত্যাগ করিয়া এ দেশে কি প্রণালীতে সর্প চিকৎসা হয় তাহার পরীক্ষা করিয়া উহার উন্নতির যত্ন করিতেন তাহা হইলে এত দিন তাহারা যাহা চান তাহা প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু সহস্র লোকের প্রাণ নষ্ট হউক তাহাও শ্রেয়, তাহারা মুখ থাকিবেন তাহাও শ্রেয়, তথাচ যাহারা ইউরোপীয় প্রণালীতে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে নাই তাহাদের নিকট হইতে কোন রূপ উপদেশ লইয়া তদনুসারে চিকিৎসা করিবেন না। তাহাদের ইহা পক্ষে ভারি অপমানের কার্য্য।

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA, THURSDAY, JUNE 15, 1876.

We congratulate Sir Richard Temple on his being created a Baronet.

———ooo———

A very largely attended and influential meeting of the inhabitants of Surat was held at the Vithalvadi of that enterprising merchant Mr. Shet Tapidas Varajdas to found a company for the encouragement of native manufactories. About a thousand persons were present, Nawab Mir Syed Alamkhanji being on the Chair. A detailed r eport hereafter

———ooo———

We have, in our vernacular columus, commented on the Resolution of the Lieutenant Governor on the Ghosal Family case. The Resolution was penned evidently with the object of satisfying all parties, while the result appears to be that it has satisfied none. His Honor should have made severe examples of the police m·n connected with the disgraceful affair, instead of reading to them empty lectures.

———ooo———

It reflects small credit to the elected Commissioners of Krishnugger that they have not been able to secure the service of a native Vice-Chairman for their Municipality. As executive officers the Europeans may excel the people of this country, but when the elective franchise has been granted to the people with the avowed object of teaching them self-government, it is desirable that they should have a Vice-Chairman of their own and thus learn the executive works of the Municipality. The argument that a native cannot be entrusted with the charge of such a large town as Krishnagur is futile, as the far larger town of Santipore is being most efficiently managed by a native Vice-Chairman, Babu Anandamoy Maitra.

———oo———

A correspondent writes us to say that both Mr. Richardson and Mr. Allen, Sessions Juge, and Joint Magistrate of Krishnuggur, are very good men in their way. They have, indeed, by their numerous qualities endeared themselves to most of the people, but they possess one fault which is likely to turn the popular tide against them. Both Mr. Richardson and Mr. Allen often lose all control upon their temper and descend so low as to throw filthy epithets against the Amlas Mookteers and sometimes respectable pleaders of their courts. It is really to be regretted that the many excellent qualities of both these officers shouid be marred by one such ugly fault.

———ooo———

The memorial of the Poona Sarvajanik Sova against the Bombay Jurisdiction Act is lying before us. It is an ably drawn document and conclusively proves the obnoxious nature of the Act. The protest against this measure from all parts of Bombay has been thorough and we hope the Secretary of State will veto this Hope-Hob-house-Northbrook Act. *Anent* this subject we may mention that in the House of Commons, May 18, Lord G. Hamilton, in reply to Mr. Dunbar said: We received the Bombay Revenue Jurisdiction Act, by last mail, but we have not yet received the memorial of the inhabitants of Bombay against it. The Secretary of State will not consider the bill until the memorial has been received by him, and as soon as he has considered the Act there will be no objection to laying it, together with the memorial, upon the table of the House."

———ooo———

We have to acknowledge with thanks the receipt of a few copies of the new and small Bombay paper, yclept the *Indian Spectator*. We have read the paper with great pleasure and we deeply feel grateful to the writers for their endeavours to instruct all their contemporaries. We freely admit we need a wise man amongst us to guide and lead us, to point out to us the duties of a journalist and the ways and means how the country can be regenerated. The *Indian Spectator* announoes itself to be such a leader, and we are quite willing to accept his counsels with meekness. The writers have already taken upon themselves to correct other papers of their conceit and their desire to lead others. The *Indian Spectator* indignantly denounces the conduct of native editors who, though stupid and ignorant, are arrogant enough to pretend to instruct others. We are deeply obliged to our new contemporary for his noble mission of taking the native editors of India under his wise patronage, but yet one remark with due deference. Would it not be better, before extending the operation to Bengal, to correct the two leading papers of Bombay, the *Indu Prokash* and the *Native Opinion* of their stupidty and conceit?

———ooo———

Municipal complaints are not confined to Bengal alone. In the Bombay Presidency the people groan as much under Municipal oppression as we in Bengal. We have before us a petition from the inhabitants of Pein Talooka in Zillah Colaba, who speak out their grievances to H. E. the Governor of Bombay in in this way: "That the anxiety of the people grew in proportion as the taxes were raised, nor was this all. People were forced to make fresh and unnecessary alterations in their dwellings, privies were ordered to be erected in places where they did not exist for hundred years past without any injury to the public health, and which owing to the adjacent fields and small deserts around, became a useless burden to the people as they imposed in addition to the expenses for their erection, an additional tax to main halacores. Even for building these privies very ahort time was allowed, their construction was not approved of and people were forced to buy iron privies, the utility and duration of which is highly questionable even in the great cities like Bombay and Calcutta." After this who will deny that our Municipalities are so many engines of oppression both to the rich and the poor?

———oo———

The Report on the Police administration of Caicutta shews a large falling off in the number of crimes. And yet the Government purposes to fasten upon us a terrible code in the shape of the Presidency Magistrates' Act. Sir Richard Temple reads the following severe lecture to our guardians of the peace: Sir Richard Temple will not let this opportunity pass of again impressing on the Metropolitan Police generally (what he has so often urged upon them in particular cases or on special occasions) the importance of exercising their functions in a considerate manner towards the—people. The urban population is not troublesome nor unmanageable; on the contrary, it is quiet, orderly, and law-abiding. There is not therefore any real excuse for off-hand rudeness, roughness, or violent demeanour on the part of the police. There have, the Lieutenant-Governor is sorry to observe, been recently two somewhat flagrant cases in point, in one of which the police were quite wrong, while in the other case the occurrences originated in a somewhat uncalled for and questionable proceeding on the part of a policeman. The Lieutenant-Governor earnestly hopes that he may hear no more of such cases occuring; if he does, however, he will be obliged to make an example, if the affair is traceable to a mistake on the part of the police." We hope this warning will not evaporate in mere words.

———ooo———

A Privy Council for India:—"Every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest." We have here presented to us at once a principle and a test of human conduct. The principle and the test hold not only of private individuals but also of public bodies. The sovereign as well as the subject is amenable to their control. Even powers, virtually, if not actually, irresponsible, confess the rod. We should not be surprised, therefore, if Major Evans Bell's proposal in favor of 'A Privy Council for India", while welcomed by those whose interests it would protect, nettled those whose hands it would tie.

Following up the admission of Her Majesty's Ministers themselves in both Houses of Parliament as far back as 1856, and the demand of such men as the late Colonel Sykes, the late Mr. Prichard, Sir Bartle Frere, and Mr. Tayler, Major Evans Bell read a paper before the East India Association on the 17th of May last, exposing "the urgent need of some judicial process for hearing, giving redress, and deciding on claims between the Indian States and Chieftainships and the Paramount Power." Major Bell points out with terrible clearness, that when such claims have been upon the tapis, the Paramount Power has seldom distinguished itself by any sensible anxiety to hold the scales even, but has oftener proved indecently forward to stretch a point, and trample rough shod on right and duty. The Major is no mere popular agitator; he adduces in support of his contention quite a formidable array of instances, notably those of the Ranee of Tanjore and the Nawab of Tonk, in which the action of the Paramount Power has been roundly called in question by the most eminent of living jurists, and, indeed, characterised as "a most violent and unjustifiable measure," and even as "an act of rapine." Of course, the Paramount Power has a standing defence, couched in the would-be-invulnerable formula, "Acts of State," as if that word-spell of despotism were potent enough to disarm violence and rapine of all their sting. Such outrages against humanity and morality should not be permitted to tarnish the fair fame of Britain, professedly the apostle of constitutionalism. The only plea of a counter-active available at present, is an appeal to Parliament, but Major Bell has not much faith in Parliamentary appeals. Constituted as Parliament is in respect of independence, and of willingness and ability to deal with Indian questions involving judicial complexities, Major Bell does not think that the desiderated remedy could be found in a Parliamentary discussion. He proposes, accordingly, the establishment of a competent judicial tribunal, to sit as a Court of Appeal on such cases, and wield a salutary check on all extravagant assertions of executive power, to the prejudice of Indian States and Chieftainships.

It would be superfluous to dwell at large on the desirableness of such an institution as Major Bell proposes. Flagrant freaks of executive license on the part of the Paramount Power—and their number is legion—have sufficiently demonstrated its necessity. We cannot expect the Paramount Power to relish the idea, particularly in view of the struggle going for a widening breach between the executive and the judicial power. But we cannot afford to show quarter to traditional sentiments, when the sacred cause of justice is in jeopardy. Absolutism, we know, recognizes no morality other than martial, but whatever the predilections of British representatives in India, British profession promises the reign of moral law. Opposition to the creation of a political tribunal, would only suggest unreadiness to face the test, and should only furnish an additional reason why the scheme ought to be realized. We are all the more glad that the question is agitated at the present moment. Our readers are aware that there is a conspiracy brewing in high places to deal a death-blow to judicial check on executive despotism in this country. We hope that the revealations of executive outlawry in dealings with Indian States and Chieftainships, may inspire a general horror for any measure calculated to arm the executive here with surer weapons of antinomy in defiance of all judicial deterrents. When States and Chieftainships are not impervious to the wanton assaults of the executive, what of less than they if the Indian Legislation Bill pass into law.

———ooo———

The Triumph of misrule:—The enlightened people, who hold the destinies of 200 millions in their hands, must either considerably alter their present mode of administering criminal justice in this country, or give up their pretensions of governing us with humanity and justice. The advantages of British rule are very great, but what immense deal of sacrifice is necessary to secure them! Peace reigns throughout the length and breadth of the land; there is no foe we need dread, either Patans or Moguls; thieves and dacoits have been extirpated; we can now sleep in peace and are secure of our lives and properties. The people are absolutely safe from external attacks and internal dissensions, but who is to save them from the servants of their protectors? The thugs have been extirpated; but who is to save them from the police? The oppressive Zemindars have been humbled, but who is to save them from the British Magistrates and rampant Anglo-Saxonism? Did not the oppressions of the thugs, dacoits, thieves tell less severely upon the vital energies of the nation, than those of our so-called guardians of the peace? If the thugs killed one of us we killed one of them; but the constant terrorism from morning to morning, this utter helplessness, all create a feeling akin to despair, and people naturally feel, would it not better to give them back their thugs, dacoits and thieves and remove the police, the Magistrates and those Anglo-Indians who find a pleasure in maltreating the natives?

There are honest Anglo-Indians who sincerely believe that the people of India must be a thankless lot who can grumble after the blessings they have got from the British Rule. But man is man all over the world and nothing offends him so much as tampering with his personal liberty. Political liberty the people of India have not; but that is not so keenly felt as the interference with the personal liberty of the subject. The people of India are utterly helpless to protect themselves from the high-handedness of the Police, the Magistrates and the cruel and lawless Anglo-Saxons, and these do make them feel their utter helplessness constantly. About 10 days ago Mr. Kashi Nath Vishnu, Editor of the *Arunadaya*, and Mr. Venayak Bulwant, a pleader of the District Court at Tanna, and some leading men of the place had met together in a godown, adjoining Dr. Boustead's Bungalow, to decide upon measures for removing mud and rubbish from a large tank behind the temple of Sree Kapineshwar. The good Doctor felt himself very much annoyed at the noisy character of the proceedings. And what did he do? He came down from his room quietly and assaulted the gentlemen right and left, and one of them received a very severe injury!

Now this is a single instance no dorbt; but does not this single instance shew that Englishmen do not shew greater consideration to the people of this land than they do to their dogs and cats? There was no great provocation, or rather no provocation at all. The Doctor was not blinded by rage and he very well knew that he was laying himself open to a serious criminal charge. The people he attacked were respectable and there were great many men present. Were he not sure that the criminal law was not intended for him and his class, would he venture on the step that he took? He coolly trespassed within the premises of others, assaulted respectable folks, with the conviction no

doubt in his mind, that if they brought a case against him they would be punished or at least he would not be punished. The late case of Mr. Johnson, the Executive Engineer of Dacca, *versus* Khublal is one which is calculated to bring eternal infamy upon the criminal administration of Justice in the Maffasal, and it requires the efforts of years to remove the bad impression created upon the minds of people by such acts. There are people who feel themselves very unhappy when they find others enjoying themselves. Whother Mr. Johnson belongs to that class or not we know not, but sure it is, he felt very much annoyed at the sight of some people dancing. The whole night he spent in suppressing these dancers *through the aid of the police* and at last brought a charge of assault against the merry-makers and had them rigorously imprisoned for one year. Mr. Johnson is satisfied, so is perhaps the Government, with what their worthy representative Mr. Currie, the Joint Magistrate of Dacca, did; but surely the people of India are not. Mr. Johnson is not however singular in his antipathies against the enjoyments of others. The *Pioneer* the other day gave an instance in which the Magistrate stopped two men enjoying the music of *seter* at their own house. Be it, however, recorded to the honor of the Magistrate that he did not send them to prison!

If Englishmen knew that the law was meant for all classes alike, they would not care to set it at nought at their pleasure. But our Magistrates are constantly giving them practical proofs that the criminal laws were never meant for them. The assertion that the Magistrates shew undue favor to their own countrymen is very old, nevertheless it is is quite correct. Take for instance the defamation case of Poona which, though a very trifling one, is very important in its effects. In the court of Mr. Hamilton, City Magistrate, Poona, Mr. Gardiner, a witness, *volunteered* a statement in his evidence which was neither asked for by the vakeel for the prosecution, nor the Muktier for the defence. Mr. Jewajee at once challenged the accuracy of the statement, and requested that some of the servants of Mr. Gardiner might be sent for as his house was very near to substantiate it. Mr. Gardiner refused to do so and reiterated the statement, when Mr. Jewajee said "that is a lie." The court checked him, but Mr. Gardiner brought a charge of defamation against him and on oath declared that he had been called a "liar" by Jewajee. Witnesses however proved that Jewajee had only said that "that is a lie" and amongst them was Doctor Fraser, *who was cited by Mr. Gardiner.* But Jewajee was fined one hundred Rupees notwithstanding, the sentence being reversed on appeal and the Magistrate severely blamed for his conduct. The great beauty in this case is that though the testimony of a single European outweighs that of a dozen of the people of India when the testimony is given in favor of Europeans, this testimony is however rated at a low value when given against them. Mr. Gardiner is but a Post Master and Dr. Fraser is undoubtedly more respectable than he is.

The popular joke in this country is that whenever a European kills a native, a European medical man is sure to be found to swear to the fact that the deceased had a diseased spleen. This is said jokingly, but it proceeds from a most intense feeling of dissatisfaction no doubt. The case of MacGarth is not likely to be forgotten soon. It is a case which is calculated to move the worst passions of a nation. If an Englishman were murdered by a Chinaman, on the sole ground that whitemen were odious to the sight of the latter, and justice denied, there would be a war in which thousands of lives would be lost and millions of money spent. In England, the other day, the whole country was roused because a man died under suspicious circumstances and the mystery was not cleared. The matter was even taken up in Parliament. But how cheaply are the lives of Her Majesty's Indian subjects rated. Not always however, how cheaply are the lives rated when they are destroyed by Englishmen. Nobin was transported for life for an act which every Hindu would have done and which no amount of stringent lawmaking would prevent any one to do it again. He murdered a faithless wife. Khublal was rigorously imprisoned for one year for dancing to the annoyance of a European neighbour, but MacGarth was acquitted for coolly shooting down three innocent natives dead. And what was the motive which led the miscreant to commit the deed? He vowed revenge on all men of India and was waiting for an opportunity. The opportunity came, he found three natives passing by and bang went his rifle. Three men were thus shot down dead who never knew MacGarth and whom MacGarth never knew, and when the murderer was arrested, he muttered that a dozen more lives would satisfy him. Fortunately a dozen more were not forthcoming before his arrest, or they would have met with the same fate. But three or thirty, it would have weighed little with those who held the scales of justice in their hands. MacGarth was suffering from *delcium tremens* and as such he was not responsible for his actions. The proud race to which MacGarth and his Judges belong are always talking of the low morality of the Hindoos. But the heathenish Hindoos would disown such men as unworthy of their race. The Hindoos have cause for congratulation that they do not belong to the race of MacGarths and their Judges. There is one excuse that MacGarth is a low-bred fellow, but that cannot be said of those who tried him.

But is Mr. Inglis a low-bred fellow too? But no, he is a gentleman, a free-born Briton, a typical Englishman of good position and education, the friend and companion of Mr. Commissioner Peacock. He went out shooting with his wife and the Commissioner on an elephant. The elephant was wounded by a tiger and became ungovernable. The tiger was then dead and lying at the feet of Mr. Inglis who was then down. Mr. Inglis took a goad, and did not strike the elephant which was the guilty party,—if it be considered condemnable for an animal to move restlessly about when wounded,—but threw it at the innocent *mahut.* The *mahut* did not die, but he was wounded and is now in the hospital. What must be the feelings of Mr. Commissioner Peacock! Himself a true gentleman, renowned for his wide sympathies, honesty and impartiality, he is responsible before God and man for the protection of the millions entrusted to his care. His friend and companion, however, scrupled not to commit a cruel, mean and lawless act before his teeth. We believe the *mahut* has not received as deep a wound as Mr. Commissioner Peacock has received at the hand of his friend and companion of the chase. Mr. Inglis had no consideration for his friend whom he was fatally compromising; he cared not that he was breaking the law and was utterly in different to the fact that he was on the verge of committing murder, and taking the life of a human being who never injured him nor provoked him. Would Mr. Inglis venture upon this deed if he were not sure that he was running no risk whatever in aiming a fatal blow at an innocent native? Did he not also calculate in his mind, that the witness to the fact, the lord of the division, would not only not injure him but befriend him in need? This impression is fatal to the safety and security of the people, and this impression the Government has created by its one-sided and infamous criminal administration of the country. A letter which appeared in the *Statesman* is here inserted to shew whether or not Mr. Inglis was encouraged in his career of high-handedness by the Government itself.

No. 1.—A sweeper is unmercifully beaten;—Result, a fouzdarry case, conviction, and fine of Rs. 40, or so. A penalty wholly disproportionate to the offence.

No. 2.—An open space is set apart for a wrestling match in a gentleman's garden; gradually the reserved place gets filled, and is cleared by the free application of a riding whip. An altercation arrises, a respectable Mahommedan broker objects to be struck with a whip and the fist, till his face and clothes are covered with blood. In fact, the man's nose was broken. Result,—an ample apology, under strong social pressure.

No. 3.—A half-poodle pet dog intrudes upon Mr. Inglis premises and is shot like a wild beast.

No. 4.—He leaves the station on a shooting excursion, and hardly a mahout returns unscathed, each man complaining, of violent usage.

No. 5.—Two men are going home crossing the hockey field. One is knocked down with a hockey stick being laid across his legs. The other luckily escapes with a fright.

No. 6.—He is so tyrannical and violent to his servants that not a soul likes to serve him. He has recourse to a couple of Chinamen. I believe one of these fellows stood behind him at His Honour the Lieutenant-Governor's dinner on the yacht *Rhotas.*

No. 7.—Two gentlemen are out shooting. They have a private *ticca* gharry in which are stored away different eatables, &c. While they are away in the jungles, Mr. Inglis and Mr. Peacock, are happening to pass that way. Their carriage comes to grief. They thrash the *ticca* man because he does not give up the private gharry. All the provisions &c., are thrown into the jungle, and the man beaten, till the blood ran down him. The gharry is taken away forcibly. The gentleman whose gharry this was, offered to pay all expenses, if the injured man would take out a summons against them. The man was so terrified at the suggestion, that he replied, "*Sahib,* how can I prove a serious charge like this against the Commissioner? If he says he did not thrash me, I shall be put in jail for six months." The gentleman whose *ticca* gharry it was, positively declares that he saw the man's back bleeding.

No. 8.—The spearing of the mahout, and his previous thrashing. I read the letter from Sir John Wemyss, in which he takes up Mr. Inglis's cause and declares to the public that what he is about to say is the correct version, as he was one of the party and an eye-witness. Is his memory so convenient, that the forgot to mention about the thrashing? Why does he not state the fact?

There are several other things which can be brought to prove Mr. Inglis's behaviour towards the natives; but I fancy this will be quite sufficient to convince you what the man is. He has gone unchecked, and this is the result. Death would have been the result had the goad hit the mahout an inch lower down, as it was the bone that prevented its penetrating further.

Thus he was encouraged and at last he ended in spearing an innocent man, apparently from mere wantonness, for the *mahut* did not give him any provocation whatever.

Whether the term "infamous," used above in regard to the criminal administration of justice in this country, is justifiable or not will appear from the following case which we fear will give a shudder to all honest men. We shall call it

THE FUTTICKCHARY CASE.

The readers of this journal are familiar with this case it, for a short time ago, we gave the particulars of it but they have not as yet known how the matter has ended. We demand however the earnest attention of our readers to this case, for here is a tragedy which may soften them into tears. We wrote: "In tea plantation at Futtickchary, in the district of Chittagong, owned by Messrs Bullock Brothers & Co. and managed by one Mr. Webster, there is a khal, across which the inhabitants of the place had placed a dam or bund temporarily for the benefit of their paddy crops. Mr. Webster was desirous of cutting it open but account varies as to the object of the opening of the bund. Some say that he expected benefit to tea plantation. Be that as it may, Mr. Webster once attempted with the aid of his Coolees to cut the *bund* open. But the ryots collected in a large body and prevented his doing so. A few days after he marched with his European Assistant, and all the Coolees available, and again found a large body of ryots collected on the spot to prevent his doing any mischief. But the ryots offered only a passive resistance as was conclusively proved before the Joint Magistrate, Mr. Badock, who tried the case. The only provocation proved against the ryots was that some of these laid themselves flat on the *bund* and defied the Shaheb to cut the *bund* along with them. Mr. Webster was not prepared to meet with such kind of resistance and he tried to frighten them by firing off black cartridges. But the ryots were confident that Mr. Webster would never dare to fire at them in earnest, and their confidence was increased when they found that the firing of the Shaheb took no effect. So without being terrified, they laughed and tittered, and Mr. Webster could no longer contain himself. Then there was earnest firing and eight men were wounded by small shots. The ryots fled in all directions and the *bund* was at last cut open. A house was also set on fire, the ryots allege by the planters, but who did it has not as yet been ascertained. The eight men were brought to the Hospital and shots were extracted from their persons. Mr. Webster was tried under a section of the Penal Code for riot with fire-arms which is not a bailable offence and provides for a punishment of 3 years' imprisonment with labor. But Mr. Webster was released on bail, rumour says, at the intercession of the Commissioner Mr. Lowis, and rumour further says that the prisoner dined the same evening with the Commissioner. But these are all rumours, and we have no right, neither are we prepared, to credit them. Mr. Webster was convicted however and sentenced to pay a fine of 500 Rs. and people say that the opening of the *bund* conferred a benefit upon the planter many more times worth the fine that was inflicted. In another riot case with wounding which took place just at that time, but in which the Shahebs were plantiffs and the ryots defendants, the latter were, sentenced from one to two years of rigorous imprisonment. To make the thing complete the District Superintendent, Mr. Rattray who took energetic steps to arrest Mr. Webster is under bad odours with the authorities there, and we are not sure whether or not the planters are contemplating to apply for a commission of inquiry as was done in the case of Stevens."

Mr. Webster and his Assistant however did not urge the plea of *delirium tremens.* That no lives were lost was owing to a mere chance. A bund was to be cut which would benefit a Tea planter but injure thousands of ryots. Mr. Webster goes there in battle array to destroy the bund constructed only by the ryots. So Mr. Webster was not guilty of shooting down eight men, but was also the aggressor. He was fined only 500 Rs.; now hear how the poor ryots fared. Immediately after the occurence they were taken to the Hospital, and their shots extracted. They were of course detained for sometime there when three cross cases for rioting and perjury were instituted against them. The case was made over by the now notorious Mr. Kirkwood to Mr. Veasy, who is under certain obligations to Mr. Webster and his employees Messrs. Bullock Brothers in this way. When Mr. Veasy broke his thigh six months ago he found an asylum under the roof of Mr. Webster and was lying there helpless until his recovery. Ignorant people incapable of appreciating the high honor which guides English gentlemen jumped to the conclusion that the ryots would fare ill under him. Here, by the bye, we may as well mention that there is an unfounded rumour regarding Mr. Commissioner. Lowis too. At a moment of passionate excitement many absurd rumours are raised and Heaven knows only what foundation this rumour against Mr. Lowis has. It is said that he and Mr. Webster are joint partners of a tea plantation in Assam. To return to Mr. Veasy. He found the ryots guilty and fined them twelve rupees each. The consequence is, not being able to find the money, they were sent to prison and are yet rotting in jail.

When Mr. Ghose was there, he promised to defend the case of these poor ryots before Mr. Veasy for which application was made to the Magistrate for copies of record of the original (Mr. Webster's) case, but what did Mr. Kirkwood do? He gave only the copies of depositions

of witnesses but not those of his wonderful proceedings in the case or that of Mr. Badcock's decision or order on it. Thus Mr. Ghose was discomfitted, and as he was obliged to hurry down to the City, Mr. Webster's case remained a sealed book to the public. Lalchand is a rich man and he has his consolation. Though oppressed by the Magistrate, the Magistrate has got a lesson from him. Though he has sufferred a great deal, he has found sympathisers all over the country. When the case of Lalchand is compared to that of the ryots, it sinks into utter insignificance. If the Government choose to sink lower and lower in the estimation of the people, it is their look out, but the case of these poor fellows ought to excite the pity of those who are charitably disposed, and the indignation of all public spirited men. We shall end this sketch with some further particulars regarding.

LALCHAND'S CASE.

We have received the following correspondence from Chittagong :—

22nd May 76.—After so much sight-seeing during the trial of the famous Lal Chand's case, one would have thought that there was a little rest in store for the unhappy people of Chittagong, but Mr. Kirkwood is simply indeatigable. On the morning of the 22nd a rumour went round that Mr. Fuller had called upon Mr. Kirkwood to state whether it was a fact that he had characterised his (Mr. Fuller's) affidavit as false in the course of his conversation with Mr. Ghose on the 16th instant. At noon there was a great scene in the Commissioner's Office. But before proceeding to describe it, I should let you know certain things which I had inadvertently omitted in my previous letters. After the stormy meeting of the 24th April, and before that of the 1st instant following from which Lal Chand was turned out in an outrageously insulting manner, a few of the Municipal latrines—known here as Mr. Kirkwood's temples of fame---were burnt down. Mr. Kirkwood attributing it to the infuriated mob, adopted the extraordinary course of appointing especial constables in the person of all the most respectable gentlemen of the place to guard these latrines, one of these precious appointments, as a matter of course, falling to the lot of Lal Chand. The town was placed under martial law and with the exception, of the few fortunate Gazetted Officers, the rest of the people were prohibited to go out in the streets with lights after 8 P. M. This was said to be a *wise* precaution to avoid the multiplication of latrine-fires, though some of them were burnt down admittedly at mid-day. But in the opinion of all the intelligent natives and independent Europeans these fires were laid to the discontent of the municipal *mehters* whom Mr. Kirkwood has imported under large promises which he is incapable of fulfilling, and a three years' contract, which these poor victims cannot break through, as long as their services are not dispensed with by him.

Be that as it may, the especial constables, about 80 in number residing in all conceivable parts of the town, were appointed under Act V, but there was a village Hampden in this chosen band of 80, who had the hardihood to dishonour Mr. Kirkwood's appointment. He was summarily convicted and fined Rs. 30, without even one witness having been examined against him.

In an evil hour for Mr. Kirkwood Mr. Ghose came to Chittagong ; he induced the Sessions Judge to call for the records of this case and Mr. Kirkwood—the Civil Service ought to vote a statue to him—*personally* appeared before the Session Judge to vindicate his *own* Judgment against Mr. Ghose.

Three arguments were, we think, taken by Mr. Ghose against Mr. Kirkwoods finding.—1st. That Mr. Kirkwood had convicted his client Asanoolah on his own statement, which however disclosed no offence, in as much as his client had said he would not take the summons, appointing him especial constable which the constable had taken to him, because he could not read. This was not avoiding service of the summons, with which he stands charged, for evidently the constable's duty was to leave the summons with his client or to affix it to his abode, either of which would have been an effectual service instead of taking it back. 2ndly. The appointment of the especial constable was perfectly illegal, inasmuch as all or most of the requirements of the Section of Act V of 1861 under which his client was appointed, were wanting in this case, and therefore his client had committed no offence whetever by refusing to accept the summons, signifying such appointment. 3rdly. That Mr. Kirkwood had no jurisdiction in the case, as the offence was committed against his own court.

Mr. Kirkwood, among his other qualifications, is in the habit of speaking through the nose. But on the present occasion this qualification was so much developed that a boy who had come to witness the *tamasha* looked terrified and fled out of the room. Though we stood firm, yet for this *super*-or *sub*-human intonation could not understand a word. Mr. Kirkwood spoke—"nosed" I think would be the proper word—for about an hour in a most piteous manner ; but this day Mr. Lowis shewed himself a man and belied Mr. Kirkwood's avowed opinion of him. The result was that Kr. Kirkwood lost on all the points and had to return crest-fallen, his frightening nose looking doubly ominous. The case is referred to the High Court, though Mr. Kirkwood had deferred the despatch of the record for recording a strong opinion against the legality of the Judge's procedure. We are only afraid lest it ends like the strong opinion in Lalchand's case.

But before leaving his seat, Mr. Kirkwood turned round to Mr. Ghose and told him that he had acted very improperly in telling Mr. Fuller what he had *confidentially* and *privately* told Mr. Ghose about Mr. Fuller's affidavit. Mr. Ghose said that he would be very sorry to disclose anything told to him *privately* and *confidentially*, but in the present instance he had no reason to believe that Mr. Kirkwood's communication was meant to be confidential or private. He had told it to him when he (Mr. Ghose) had appeared before him in his capacity of counsel on behalf of his client and when talking about the merits and demerits of that case ; and further Mr. Ghose reminded him that words the he had used on the occasion. He had said "I warn you Mr. Ghose how you make use of Mr. Fuller's affidavit, for it is false." In the face of such a strong expression, he (Mr. Ghose) felt it his duty to inform this to his client, who in his turn informed Mr. Fuller and obtained another affidavit from Babu Kamala Kanta in support of Mr. Fuller's statement. At this explanation Mr. Kirkwood looked black and blue at Mr. Ghose and quietly walked out of the room in the manner stated above.

In the evening it was all over the town that Mr. Kirkwood had eaten the humble pie and sent an apology to Mr. Fuller expressing his regret for what he had said regarding his affidavit, not ommitting at the same time to state that the communication was strictly *confidential* and *private*.

By this valorous act, though Mr. Kirkwood has probably staved off a heavy damage suit that was hanging over his head, yet his troubles were far from being at an end. With reference to his above reply and his remarks on Mr. Ghose's written notes spoken of in my previous letter in which Mr. Kirwood is reported to have said that the evidence of Mr. Fuller and other witnesses was a "diluted" representation of what they had stated before him on a previous occasion, Mr. Fuller called upon him to explain how his communication with Mr. Ghose could have been private and confidential and in what respect he found Mr. Fuller guilty of misrepresentation or "dilutation". He was told that Mr. Fuller would await his reply full 24 hours and then take such action as he thought fit. Mr. Kirkwood, we understand, has not favoured him with a reply and in fact, you will perceive from the circumstances stated above, reply there *could be* none. Mr. Kirkwood's only defence, we understand, is that Mr Fuller and Babu Kamala Kanta had on oath considerably modified the informations that they had previously given to Mr. Kirkwood. But this correspondence of Mr. Fuller shuts up this only outlet. We hope Babu Kamala Kanta will also take steps to justify his conduct, otherwise this charge of "dilutation" and the foot note to his deposition ought to render him unfit for the bar.

It may not be out of place to mention here that, though it is more than a week that Lalchand has applied for a copy of Mr. Kirkwood's Judgment, it has not as yet been given him, because the records of the case are still lying in Mr. Kirkwood's own *khas* possession. If rumour is to be believed, two Judgments have been torn and a third is in the course of preparation. There is no knowing if it may prove still born. Lalchand has however, by the last steamer left for Calcutta, (1st.) because he does not consider his stay in Chittagong safe at present. 2ndly, to have the papers of his case printed to be laid before His Honor to whom an intimation has already been given to the above effect, and 3rdly, to take steps for the institution of the damage suit.

A memorial regarding the repeal of the now notorious Municipal bye-laws signed by upwards of 5000 people—the whole adult male inhabitants of the municipality—has also been sent to His Honor through the Commissioner which however will be treated in its proper place. Mr. Lowis as usual, is lending his official support to Mr. Kirkwood, and are we to suppose that Sir Richard Temple will also blindly follow suit ?

Since writing the above I have come to know from reliable sources that Mr. Fuller has sent up a memorial to the Lieutenant-Governor with copies of his correspondence with Mr. Kirkwood. But memorials and telegrams to His Honor from Chittagong are now a days as plentiful as black-berries and from the remarkable supineness of the Government in the matter of Mr. Kirkwood's manifold oppression up to date, we are led to think that they are not disagreeable to Sir Richard Temple.

Now we have not fretted out the above cases from old files of newspapers. All of them, with the exception of one or two, are yet *sub-judice*. The above sketch may give some idea how the people of India are faring under the Criminal administration of the enlightened British India Government. We do not deplore so much the fate of the victims of MacGarth's revenge, or Webster's small shots as the effect of such lawlessness upon the minds of the peaceful people of India. One such act as that of Webester and the whole country around is thrown into terror which lasts for ages. The inhabitants of this country could not sleep in peace for fear of lawless men before the British advent. Those lawless men no longor exist, but now night and day are same to them.

SCRAPS AND COMMENTS.

A horse has turned into a man-eater. A telegram from Allahabad to the *Times of India* says: On Friday last, a horse, belonging to Mr. Charles, residing at the new Civil Station, seized his syce by the back of the neck, and gallopod about, shaking him until life became extinct ; the brute then dropped the body at the entrance to the compound, and retired quietly into his stable.

The *Times* says :—"The annual rate of mortality, according to the most recent weekly returns, in Calcutta was 31 ; Bombay, 41 ; Paris, 26 ; Brussels, 22 ; Amsterdam, 25 ; Rotterdam, 28 ; the Hague, 20; Copenhagen, 23 ; Stockholm, 30 ; Christiania, 24 ; Berlin, 26; Hamburg, 29 ; Breslau, 33 ; Munich, 39 ; Vienna, 33 ; Buda-Pesth, 54 ; Rome, 32 ; Naples, 32 ; Turin, 27 ; Alexandria, 32 ; New York, 28 ; Brooklyn, 21 ; Philadelphia, 22 ; and Boston, 27. Cholera caused 64 deaths in Calcutta, and smallpox 191 in Bombay."

The annual rates of mortality per 1,000 last week in the 20 large English towns, ranged in order from the lowest, were as follow :—Brighton, 16 ; Portsmouth, 16 ; Norwich, 18 ; Plymouth, 19 ; Leicester 21 ; London, 21 ; Sunderland, 21 ; Newcastle-upon-Tyne, 21 ; Birmingham, 21 ; Hull, 22 ; Nottingham, 22 ; Bristol, 22 ; Leeds, 24 ; Liverpool, 26 ; Sheffield, 26 ; Oldham, 29 ; Salford, 29 ; Bradford, 29 ; Manchester, 31 ; and Wolverhampton, 31 ; The annual death-rate from the seven principal zymotic diseases averaged 3.4 per 1,000 in the 20 towns, and ranged from 0.6 and 0.7 in Norwich and Plymouth, to 6.3 and 6.8 in Portsmouth and Salford, The high zymotic death-rate in Portsmouth was principally due to scarlet fever, and that in Salford to smallpox. Fourteen more deaths were referred to smallpox in Manchester and Salford, where 171 fatal cases have been recorded since 1st January last, exclusive of those occuring in the Monsall Hospital, situated within the City of Manchester.

Our readers might suppose that we are *joking* with them, but there actually exists such a club as the Deaf and Dumb Debating Club in London at the present moment. The best educated members of this strange club are said to discuss various subjects in a very intelligent and spirited manner, while the less educated watch the proceedings and are stimulated to improve themselves ! It strikes us that *our* clubs too are so many "Deaf and Dumb Debating Clubs," only in *another* sense.

We take the following from an English contemporary :—

The death of Mr. Ricard had not been unforeseen, but it is not the less a misfortune for France. A man who is at once liberal in his ideas and rational in his conduct is not easily spared anywhere, and perhaps least of all among our neighbours across the Channel. The time of Mr. Ricard's death adds to the importance of the event. The Republic has been fairly started, but it has still many enemies. *The people of wealth have been trained to think that their possessions are not safe, except under an Empire or a Monarchy, and it is too soon to expect that their false notions should be expelled by the facts of experience.* Elderly people do not easily change, and the rich are as a rule elderly. There is another class of great influence in France, the members of which have paid us the compliment of thinking that the way to save France from recurrent convulsions is to introduce English institutions into it, *but they have, unfortunately, never been able to discriminate between the sabstantial and the accidental parts of our political machinary. The stability of the United Kingdom depends upon the fact that it is self-governed, and "the rest is all but leather or prunella." This is rarely understood at Paris.* The people who call themselves educated there, and are respected throughout the country as if they had mastered the essential truths of life, have been ever bent on copying the forms of English organization, *as if the secret of permanence lay in them. Men, of whom M. De Broglie may be taken as a type, have wasted their energies in vain attempts to acccmplish what would be worthless, and worse than worthless, if achieved.* It is evidently neeessary that a considerable period of time must elapse before *these false impressions* shall be weakened or those in whom they are inveterate shall have become a minority ; *and the loss of a man who promised to make a bridge over the period of transition between the present and the future is a misfortune for France and for Europe. Mr. Ricard appeared appointed to this function, and he has disappeared almost before he was called upon to act.* We hope that some one will be found to sustain the labours it was not given to him to fulfil, but the best successor that can be chosen for his office will be the readiest to acknowledge that, though his place may be occupied, no adequate substitue can be found to accomplish what was expected from his zealous discretion." The passages, we have thought proper to italicise, in the extract touching the death of Mr. Ricard, the late Minister of the interior of France, will show in what estimation Monarchy is now held in great Britain. The article, from which we have made the extract appeared not in Bradlaugh's organ, or Reynolds' Newspaper, but——will our readers believe it ?—in the *Times* of London, the acknowledged mouth piece of England ! That the nation, which utters these sentiments on the banks of the *Thames*, and extols liberty and self-government so much, should nevrtheless grind us down here with the hand of iron and cry *treason* even if we ask for an extension of the *Municipal franchise*, is one of those profound riddles, one of those historical and psychological paradoxes, so to speak, which we, for the life of us, can neither understand nor solve.

We read in the *Madras Mail* the following account of a contest between the Superintendent of the Madras Government Press and his compositors and how it ended :—

"The Superintendent of the Government Press, whose tenure of office has been marked by an anxiety to use the shears of retrenchment, lately conceived the idea of reducing the rates at which the compositors have, for many years past, been paid. The reduction produced considerable indignation among the sufferers, more especially when it became known, that the action had been taken without the sanction of higher authority ; and the result was that the whole of those affected by it refused to receive their pay reckoned according to the reduced scale. They continued, however, to do their work, as before, but they steadily refused their pay for two months. Finding then that their respectful remonstrance to the Superintendent was unavailing, that their resources were nearly exhausted, and that the Superintendent declined to forward to Government a memorial on the subject, they resolved to represent the matter to Government direct. Having prepared the petition, one of their number volunteered to run the risk of such an unusual step, as going to Ootacamund, to present it, and if chance favoured him, to lay the whole case before His Grace. Sufficient funds were collected to defray the emissary's expenses to the Neilgherries, but on arrival at the "Cedars"—the residence of the Governor---the peons refused him admittance. Fortunately, however, for the printers cause, the Hon'ble Mr. Ellis happened to be taking his departure from the house at the time, and seeing the emissary, who was known to him, asked his business. Having been informed thereof, the honourable gentleman ushered him into the presence of His Grace, who accepted the petition, perused it carefully, and questioned the bearer upon the alleged grievances. His Grace having listened to 'a plain and unvarnished tale' promised that he would enquire into the matter. He has kept his word, for we learn that a missive redundant with pointed questions demanding instant reply has been sent to the Superintendent. Further than this, a Commission of Enquiry is to be instituted to report upon this subject without delay."

One of the villages in the Bombay Presidency has been swept away by a terribly sudden invasion of cholera. It is one of the most alarming visitations that was ever known in the history of any village in that Presidency. Golwood, the place refered to, is midway between Bombay and Surat, and on the B. B. and C. I. Railway. Being close to the sea, it was looked upon as a sanitarium. In one week the fell disease depopulated the entire village. We are told that people died within thirty minutes from the moment of attack. The village was filled with lamentations, and the inhabitants rushed wildly hither and thither through the village. When a death took place in any house, the people ran out into the street, and left the body. Many people died in the streets ; while running away they were seized with the pangs of the disease, and dropped on the spot and soon expired, nobody stopping to give them succour. This reminds us of the recent dreadful scenes in the several epidemic striken districts of Bengal.

Mr. Pedder, a Civilian and Municipal Commissioner of Bombay was charged with assault at the Police Court for assaulting Mr. Shamrao Pandurang, a Hindu solicitor of considerable reputation. It appears that Mr. Pedder went to Chawulwady, where he was met, according to agreement, by the complainant who owns property in Chawulwady. Dr. Weir, the Health Officer, and several of Mr. Pandurang's tenants were also present at the interview. Mr. Pedder made certain propositions for the construction of a drain from which Mr. Shamrao dissented. Thereupon Mr. Pedder "got hold of Mr. Shamrao by his neck and hustled him." As it did not appear to Mr. Shamrao that all Mr. Pedder wanted to do was to embrace him affectionably, in order to induce him by kindness to carry out his propositions about the drain, Mr. Shamrao went to Mr. Nana Morojee, the Third Magistrate, and took out a summons for assault against the Municipal Commissioner, and His Worship granted the request. The summons was made returnable on the 1st instant but in driect violation of the law, Mr. Pedder did not think it worth while to attend the Court, and was thus guilty of not answering the Magistrate's summons. The Magistrate appears to be a queer sort of man, for instead of issuing at once a warrant against the Municipal Commissioner, he simply satisfied himself by remarking that although Mr. Pedder's presence was not absolutely necessary, yet it would be more desirable to have him in Court. Mr. Pedder at last presented himself before the Magistrate, and his Worship fined him rupees ten only. Mr. Pedder has sent in his resignation as Municipal Commissioner, and we hope the Bombay Municipality will survive this calamity.

Something like the *suttee* prevails in China also. In speaking of a recent occurance the Rangoon *Gazette* says :—

"The ceremony which is known in China as "ascending to heaven on the back of a stork," lately took place near the Pagoda Anchorage, Foochow. The heroine is described as having been left a "fair relic" at the early age of sweet seventeen, whose health had been much impaired by great grief which her relatives had been unable to assuage even by the suggestion that she should console herself with another husband. In fact such attempts at consolation had been worse than useless, for they had only served to aggravate her sorrow to such an extent that feeling it would be rank treason to her "dear departed," to listen to any more such overtures ; she determined at once to join him in the abodes of bliss. She therefore publicly expressed her determination to die, notwithstanding all the eloquence employed by her relatives to alter her resolve. On the morning of the 24th March last, therefore, a grand procession with the tom-tom and jang-jang accompaniment peculiar to a Chinese orchestra, started from the lady's house. The fair devotee, who was in a sedan chair and richly dressd as the goddess, Haw-Tien, wearing the crown of a princess made of ornamental pasteborad, seemed quite cheerful, and calmly smoked a pipe. She even partook a little, it is said, of the various offerings of viands and wines along the road usually laid out at the funerals of rich or worthy men, bowing at the same time to the people and distributing a red flower to many. After she had first visited her sorrowing parents and relations, of whom she took an affectionate farewell, she proceeded to the place of sacrifice at the back of a temple where a platform had been raised, which she mounted amidst the cheers of a crowd numbering fully 7,000 people. After testing some of the offerings laid out she got on a chair, immediately under a species of gallows that had been erected on the platform, and called on heaven, earth and the people to witness that she was satisfied to die in this manner. She then adjusted round her neck the noose of a rope dangling from the gallows, and a red bag being put over her head, she jumped off the chair, and died without a struggle. After hanging for about a quarter of an hour, her body was taken down and conveyed to her house in the sedan chair in which she had come. She was of a good family, and apparently many well-to-do people were present on the occasion on the platform."

Such instances of conjugal affection are to be found alone in the East, the birth-place of all that is good and noble.

The pope has completed his eighty-fourth, year, having been born at Sinigalia on May 13, 1792. He was elected to the Papacy just thirty years ago—*viz.*, on June 1, 1846. On his birth-day he received many congratulatory deputations. His health, it is stated, is vigorous, notwithstanding the fatiguing audiences which he has recently given.

The *Englishman* is informed that the Acting Agent of the E. I. R. Co. having heard that dissatisfaction is felt by the employes of the Locomotive Department, has requested Government to appoint an officer to hold an independent enquiry into the complaints of the men, and that Captain Wallace, R. E., has been deputed to this duty. The enquiry will commence at Allahabad on Monday Morning next. The enquiry should also extend to other departments.

The long expected Pheladelphia Exhibition has been opended. The special correspondent of the *Times* describes the ceremony as follows :—

"The ceremony passed off with success, fully realising the highest expectations. At sunrise the bell at Independence Hall announced the opening day. Telegram from the central police station immediately set in motion, all the other bells in the city. The puble buildings displayed the flags of all nations, patriot decorations waving from almost every window and many hanging across the streets. Independence Hall, the central point of interest in the city, bore fully 4,000 yards of flags. *The Public Ledger* building, immediately opposite, displayed nearly 200 flags of all nations with a fine trophy over the principal doorway, representing the various nations which colonised the United States. All the prominent buildings were decorated with a similar profusion. At 7-30 a military escort, composed of United States, Pennsylvania, Massachusetts infantry, cavalry, artillery, marines, and sailors—was formed on Broad-street and marched to the residence of George W. Childs. Shortly before nine the escort halted at the house of the President, the Cabinet taking positions in carriages in the centre of the line. In the President's carriage were Secretary Fish, Governor Hartranft of Pennyslvania, and Mr. Childs. In the following carriages were the entire Cabinet. The procession proceeded across Schuylkill River by the principal route to the Exhibition passing through large crowds, which the fine weather had by this time brought into the streets, the President being cordially received. By 10 o'clock it seemed as if all Philadelphia were on the way on the way to the Exhibition. Even large numbers of extra horse cars and the vehicles of all kinds put into requistion were insufficient to meet the enormous demand. The streets were also filled with pedestrians, and excursion trains from the neighbouring cities arrived in crowds. The procession reached the grounds at 10-30, marched around the Memorial Hall, took up a position on the roadway facing the building, when the President and Cabinet proceeded to the scene of opening ceremony. Between the Industrial Building and the Memorial Hall, extensive platforms were arranged for the ceremony, where were already assembled, the members of the Diplomatic Corps, the Congress of the United States, the Supreme Court Judges, the Governors of States, with the Exhibition Commissioners and officials, the Foreign Commissioners, the Judges of Awards, the Foreign Consuls, and many other officials. The Emperor and Empress of Brazil were present in a private capacity, taking a prominent position alongside of the President on a small porjecting platform, over which floated the United States and British flags flanked by the French and German flags."

President Grant then rose being enthusiastically received. He made the following speech :—

"My Countrymen,—It has been thought appropriate on this centennial occasion to bring together in Philadelphia for popular inspection specimens of our attainments in industrial matters and fine arts, in literature, science, and philosophy, as well as in the great business of agriculture and commerce, that we may the more thoroughly appreciate the excellence and deficiencies of our achievements, and also give emphatic expression to our earnest desire to cultivate the friendship of our fellow members of this great family of nations. The enlightened agricultural, commercial, and manufacturing peoples of the world have been invited to send hither corresponding specimens of their skill and exhibit them on equal terms in friendly competition with our own. To this invitation they have generously responded. For so doing we render them our hearty thanks. The beauty and utility of the contributions will this day be submitted to your inspection by the managers of this exhibition. We are glad to know that the view of the specimens of the skill of all nations will afford to you unalloyed pleasure as well as yield valuable practical knowledge of so many remarkable results of the wonderful skill existing in enlightened communities. One hundred years ago, the country, being new was but partially settled. Our necessities have compelled us chiefly to expend our means upon building dwellings, factories, ships, docks, warehouses, roads, canals, machinery, &c.

Most of our schools, churches, libraries and asylums have been established within these hundred years. Burdened by these great primal works of necessity which could not be delayed, we have yet done what this exhibition will show in the direction of rivalling older and more advanced nations in law, medicine, and theology, in science, literature, philosophy, and the Fine Arts. While proud of what we have done, we regret that we have not done more. Our achievements have been great enough, however, to make it easy for our people to aknowledge superior merit wherever found. And now, fellow citizens, I hope that a careful examination of what is about to be exhibited will not only inspire you with profound respect for the skill and taste of our friends of other nations, but also satisfy you with the attainments made by our own people during the past hundred years. I invoke your generous co-operation with the worthy commissioners to secure the brilliant success of this International Exhibition, and make the stay of our foreign visitors, to whom we extend a hearty welcome, both profitable and pleasant."

Writing on the many attempts which have been now and then made to utilise the threads of the spider's web for manufacturing purposes the Indian Agriculturist says :—

"Their extreme tenuity and the large quantity of glutinous matter with which they are covered, combined with the difficulty of obtaining the material in regular quantities, have prevented the realisation of the idea. That the notion is not so absolutely Utopian as might at first sight be imagined, is proved by the discovery of a large kind of spider in Australia which spins a nest for its eggs resembling in many respects the cocoon of the silkworm. Specimens of this "cocoon" have been laid before the Paris Acclimatisation Society, with a view to practical experiment in the direction we have indicated. It is not in the fact of building a "nest" or "cocoon" that this Australian spider is peculiar, but in the thickness and extraordinary quantity of threads of which it is composed. The smallest of our spiders makes a more or less elaborate cocoon in which it deposits its eggs ; and it is probably from this material, rather than from the tangled mass which the destruction of the actual spider's web would produce, that there is any prospect of obtaining a supply for commercial uses. Several large species of spider, spinning a nest very similar to that of the Australian variety, are found in Southern Europe ; and it is just possible that the productive powers of the insect might be increased by scientific breeding such as is practised among silkworms, and indeed among all animals whose productions are of any real value."

About a year and half ago a correspondent wrote us from Ruugpore that a silken piece of cloth evidently prepared by spiders measuring about 20 ft. by 3 ft. was found upon a tree. He cut a portion of it and sent it to us for inspection. It was really a wonderful production. Another correspondent also writes to us that a large quantity of this material has been found in a certain place of Rungpore.

For some time past scientific men in France have been devoting a good deal of attention to projects for utilizing the sun's rays. Our readers will find from the following that some progress has been made in this direction :—

"Long ago an American savant and inventor demonstrated that the beams of the sun which fall upon the roofs of houses in the city of Philadelphia alone would suffice, if applied to heating engine boilers, to set in motion 5,000 locomotives of 20 horse power each. This professor, however, did not proceed, or at least has not yet proved able, to explain by what practical method this result might be attained. A Frenchman, M. Mouchot, has gone a few steps further towards solving the problem. He has already constructed and set up at Tours a new solar boiling machine, the uses of which were described the other day to the Paris Academy of Sciences. It consists of a brass cylinder, or, in French phraseology, an inverted skylight, measuring about 8 feet in diameter at its upper end and 3 feet at the lower end, the distance between the top of it at the bottom being rather more than 2 feet. The convex sides of this gigantic open kettledrum are plated so as to shine most brilliantly, and it is arranged so as to catch the full rays of the sun directly within its circumstance. From the shining sides of the vessel they are, of course, reflected towards its centre, where there is placed upright a smaller brass cylinder filled with water, and protected by a bellshaped glass dome, which allows the heat to enter, but not to go out again. With this machine there was obtained one hot day last July a supply of more than thirty gallons of steam a minute, having a pressure of ½ horse power. Another use has been found, too, for the new heating agent. A saucepan can be put in the place of the smaller cylinder, and in a few minutes an excellent soup is obtained, free from all chance of smokiness and all tste of wood or coal fire."

An advertisement appears in the last Central Provinces *Gazette* for a writer who must know English, Hindi, and Nimari, and also be a good accountant, and all for the handsome salary of Rs. 20 per mensem.

Regarding the discovery of chlorodyne which is one of the best medicines the medical men possess, the *Madras standard* throws the following light :—

"It is a fact, and one, perhaps, not generally known, to the ordinary lay reader, that that valuable anæsthetic, Chlorodyne, owes its existence and its place in our Pharmacopoeia to Surgeon-Major Michael Cudmore Furnell, of the Madras Medical Service, and late Physician of the General Hospital of Madras. The history of the discovery runs briefly as follows : Mr. Furnell was preparing to go up for his examination, before the College of Surgeons, in 1847, when, happening, in the course of certain experiments with sulphuric ether, to cause a great deal of anxiety to Mr. Jacob Bell, of the firm of Bell and Co., with whom he was studying, strict orders were issued by the Bells, against allowing the young man any more ether. Cut off from his supplies, young Furnell tried to find some other substitute, and groping one day among some neglected dusty phials put away on a back self, he came across a bottle, labelled "Chloric Ether." This, our readers must be told, consists of spirits, water and a base, the components of the present world-known anaesthetic, knows as chloroform. Mr. Furnell tested the efficacy of his discovery, and was very favorably impressed with its superiority above sulphuric ether, inasmuch as it did not produce the suffocating irritation and choking sensation which the other did. The drug was taken to St. Bartholomew's, at which place Mr. Furnell was a perpetual student, submitted to severe tests, and finally introduced to the notice of Mr. Holmes Coote. Chloric Ether, was the name under which it was given to Mr. Coote and to Sir William Lawrence, and they were the first surgeons under whom the drug was tried, and found to be efficacious. It was erroneously believed by many at first that the credit of the discovery was to Dr. Simpson, but there does not now remain the least shadow of a doubt of this gentleman's only having followed it up, and subsequently establishing a claim, which, of right, belongs to Furnell. Few who have had the privilege of acquaintance with Dr. Furnell, would suspect that under that unassuming, undemonstrative exterior there lay enshrined the germs of deep and powerful thought. A few such there are, besides, in the medical service of this Presidency, of whom it may be justly said—

"Along the cool sequestered vale of life
They keep the noiseless tenor of their way."

The *Dailies* publish the following telegrams :—

London, 8th June.

Rumours of a divergence of policy between Turkey and Egypt arising from the known enmity between Murad and the Khedive have been denied.

It is announced from Berlin that the accession of the new Sultan will require a fresh agreement with the northern powers.

London, 8th June.

The dignity of an Earldom has been conferred by Her Majesty upon Lord Northbrook.

Rangoon, 8th June, Afternoon.

Mr. Grosvenor was not admitted to see the King of Burmah at Mandalay.

The particulars of the result of the Mission are being carefully withheld here, but it is understood they have been sent to Simla.

Rangoon, 8th June, Afternoon.

The place has been altered Mr. Grosvenor will not proceed to Simla but the whole party will leave here for China *via* the Straits on Saturday.

London 9th June.

The Russian funds are steadily falling and a strong feeling of uneasiness prevails owing to the movements of the Servian troops towards the frontier. Russia has strongly warned Servia against disturbing the peace.

London 9th June.

Many rumours are current regarding the Eastern Question, It is even alleged that Prussia is now isolated, Germany like the other Powers, inelining towards the views of England. Nothing, however, is positively known. The situation is expectant, pending the result of an exchange of views between the Great Powers on the course of events.

There is rivalry between Hussein Pasha and Midhat Pasha ; the latter being a reformer, whilst Hussein is credited with vigorous policy.

The rumours that there was to be a conference of European powers have been dispelled.

In the Commons this evening, replying to a question of the Marquis of Hartington, Mr. Disraeli said that the Berlin memorandum had been withdrawn. Upon certain points, England agrees with the Great Powers, or they with England. All the powers have agreed to exercise no undue pressure on the new Sultan ; but to allow time for his advisers to mature measures for the new policy. England had joined Austria, Russia and France in impressing upon Servia the importance of temperate conduct, and he hoped that the counsels, thus offered, would be successful. Murad Sultan had been promptly recognized by the Great Powers ; and besides this, there was a general adhesion to the new government by all sects, creeds, races, and the heads of Christian communities, which would increase the influence of those who are now urging the insurgents to avail themselves of the occasion, so as to insure the pacifying of the Empire.

Simla, 10th June.

The first meeting of the Viceroy's Legislative Council will be held on Thursday, the 22nd instant.

☞ *Printed and published by C. N. Roy, No. 2, Ananda Chatterjee's Lane, Bagbazar, Calcutta.*

অমৃত বাজার পত্রিকা।

সন ১২৮৩ সাল ২রা আষাঢ়, বৃহস্পতিবার।

সার রিচার্ড টেম্পল ও পুলিশ অত্যাচার।

যখন আমারা শুনিলাম ঘোষালদিগের উপর পোলিস যে অত্যাচার করে তাহার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত টেম্পল সাহেব প্রবর্ত্ত হইয়াছেন তখন সহসা আমরা উহা বিশ্বাস করি না। ঘোষালদিগের উপর যেরূপ অত্যাচার হয়, পোলিস সচরাচর প্রায় এই রূপ অত্যাচার করিয়া থাকে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সাধ্য মতে এ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না। গবর্ণমেণ্ট জানেন পোলিস অতিশয় দুরন্ত, গবর্ণমেণ্ট ইহাও জানেন যে পোলিসের হস্তে যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাহা অসীম, আবার যাহাদের হস্তে এই ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশ সম্পূর্ণ অশিক্ষিত না হউক সুশিক্ষিত নহে, কিন্তু যে গবর্ণমেণ্টের প্রজাদিগকে কঠোর শাসনাধীন রাখার ইচ্ছা অতিশয় বলবৎ তাঁহারা পোলিসের অত্যাচার প্রতি দিন ও প্রতি মুহূর্ত্তে দর্শন করিয়াও উহার প্রতিবিধান করিবার উদ্যোগ করিতে পারেন না। টেম্পল সাহেব এই নিয়ম অতিক্রম করিবেন ইহা সহসা আমাদের প্রত্যয় হয় না। তবে টেম্পল সাহেব এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা যে প্রণালীতে শাসন করিতেছেন তাহাতে বোধ হইতেছে তিনি গবর্ণমেণ্টের অনিষ্ট না করিয়া প্রজার যত দূর উপকার করিতে পারেন তাহা করিবেন এবং তিনি এটি বুঝিয়াছেন যে, পোলিসের অত্যচার কিছু হ্রাস করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। তিনি তাঁহার গত সাম্বৎসরিক রিপোর্টে ইহার প্রমাণ প্রদর্শন করেন, ঘোষালদিগের মকর্দ্দমার অনুসন্ধানে প্রবর্ত্ত হইয়াও আর একটী প্রমাণ দেখাইলেন।

টেম্পল সাহেব ঘোষালদিগের মকর্দ্দমার সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যাহা সাব্যস্ত করিয়াছেন তাহা গত বুধবারের পূর্ব্ব বুধবারের গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি প্রথমে এই মকর্দ্দমাটীর সমুদয় বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রথম লিখিয়াছেন যে, এই মকর্দ্দমা লইয়া কলিকাতায় ভারি গোলযোগ উপস্থিত হয় এবং ইহাতে পোলিসের ক্ষমতা সংক্রান্ত একটী গুরুতর তর্ক উপস্থিত হয়। লেফটেনাণ্ট গবর্ণর এই নিমিত্ত এই মকর্দ্দমা অনুসন্ধানের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। তৎপরে মকর্দ্দমাটী কিরূপে উপস্থিত হয় তাহা লিখিয়াছেন। মকর্দ্দমাটীর আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন, তথাচ আমরা আবার তাহার সারাংশ এখানে প্রকাশ করিতেছি। মৃত বাবু ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষালের বাটীর সম্মুখে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তরকারি বিক্রয় করিত। সাধারণের গতায়াতের প্রতিবন্ধক জন্মাইতেছে বলিয়া এক জন পাহারায়ালা তাহাকে ধৃত করে। ঘোষালদিগের বাটীতে এই সংবাদ যায়। তাহারা বৃদ্ধাকে পুলিসের নিকট হইতে ছাড়াইয়া লইবার যত্ন করেন। পোলিসের সঙ্গে ইহা লইয়া হাঙ্গামা হয়। থানা হইতে অনেক গুলি পোলিসের লোক আসিয়া ঘোষালদিগের বাটীর উপর পড়ে। বুড়িকে তাহারা ধরিয়া লইয়া যায়। ঘোষালদিগের উপর অত্যাচার করে এবং বাবু শরৎ চন্দ্র ঘোষালকে প্রহার করিয়া তাহাকে এবং আর দুয়েক জনকে ধরিয়া লইয়া যায়। পাহারায়ালা ইহাদিগের নামে মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করে। মাজিষ্ট্রেট শরত বাবুকে এবং অপর কয়েক জনকে পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরিমানা করেন।

লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বিবরণের সমুদয় অংশই প্রায় স্বীকার করিয়াছেন। কেবল একটী বিষয় তিনি স্বীকার করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন যে, শরত বা ঘোষালকে যে পোলিসে প্রহার করে তাহার কোন প্রমাণ হয় নাই। আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সার রিচার্ডের ইচ্ছা যে "যষ্টির সম্মান থাকে ভুজঙ্গ না মরে প্রাণে," তিনি এই রূপ কোন উপায়ে বাঙ্গলা শাসন করিবেন। তিনি গত বৎসরের রিপোর্টে যে স্থানে পোলিসের প্রতি অসন্তোষ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, আবার তাহার পরক্ষণেই পোলিসের সুখ্যাতি করিয়াছেন। ঘোষালদিগের মকর্দ্দমা সম্বন্ধেও তিনি অবিকল সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন। এই মকর্দ্দমার মূলীভূত কারণ যে পাহারায়ালা তাহা তিনি স্বীকার পাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, পাহারায়ালার এই বৃদ্ধাকে ধৃত করার কোন অধিকার ছিল না, তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন কলিকাতায় যত অত্যাচার হয় তাহার অধিকাংশ পাহারায়ালাদিগের কর্ত্তৃক হইয়া থাকে। তিনি লিখিয়াছেন যে, ঘোষালদিগের বিস্তর পরিবার, তাহারা সম্ভ্রান্ত বংশীয়, বৃদ্ধা তাহাদের সম্মতি ক্রমে বোধ হয় তাহাদের গৃহের সম্মুখে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিত, সুতরাং যখন পোলিস বৃদ্ধাকে ধৃত করিল তখন স্বভাবতঃ তাহাদের মনে ক্রোধের উদয় হইতে পারে এবং প্রায় যেখানে পোলিসের সঙ্গে লোকের বিবাদ হয় সেখানেই তাহারা লোককে এই রূপ বিরক্ত করে। লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সুদ্ধ ইহাই বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি পোলিসকে বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, যেন তাহারা অনর্থক লোককে এই রূপ ধৃত না করে। তিনি পোলিস কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে এ বিষয়ে সতর্ক হইতে বলিয়াছেন অথচ এই পাহারায়ালাকে কোন রূপ শাস্তি প্রদান করেন নাই, আবার এদিকে ঘোষালদিগকে কতক গুলি অনুযোগ করিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় যখন পোলিস বৃদ্ধার উপর অত্যাচার করে, তখন তাহাদের পাহারায়ালাকে নিজে শাসন করিতে যাওয়া নিতান্ত অন্যায় হইয়াছিল। তাহাদের উচিত ছিল যে, তাহারা এই অত্যাচারের বিষয় পোলিস কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে অবগত করান। তাহারা পোলিসকে প্রহার করিয়া যেরূপ অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন তাহাতে তাহাদের সমুচিত দণ্ড হয় নাই। আবার তিনি পোলিসের প্রতি এত ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া শুদ্ধ পাহারায়ালাকে কোন রূপ দণ্ড না করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, কলিকাতার পোলিসের কর্ত্তা হগ সাহেবকে সুখ্যাতি করিয়াছেন।

টেম্পল সাহেব যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন ইহার পরিণাম ভাল কি মন্দ হয় তাহা এখন বলা যায় না। তবে ইহা দ্বারা পোলিসের উপর লোকের বিরাগের হ্রাস হইবে না, প্রত্যুত বৃদ্ধি হইবে। লেফটেনাণ্ট গবর্ণর পোলিসের প্রতি যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা হয়ত বিবাদের প্রধান মূল পাহারায়ালা পর্য্যন্ত গমন করিবে না এবং যদিও গমন করে তাহা হইলে তাহারা ইহা শরৎ কালের মেঘগর্জ্জন মনে করিবে। তাহারা স্বভাবতঃ মনে ইহাই ভাবিবে যে, যদি পোলিসকে শাসন করার প্রকৃত ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে লেঃ গবর্ণর পাহারায়ালাকে দণ্ড করিতেন। যখন তাহাকে দণ্ড করেন নাই তখন তিনি মুখে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাঁহার মনোগত ভাব তাহা নহে। সুতরাং তাহারা আবার লোকের উপর পূর্ব্বের ন্যায় অত্যাচার করিবে, অথচ লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের উপদেশ অনুসারে পূর্ব্বের ন্যায় লোকে পোলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইলেই থানায় গমন করিবে না। লেফটেনেণ্ট গবর্ণর যদি পাহারায়ালাকে শাস্তি দিতেন তাহা হইলে এরূপ অত্যাচার প্রকৃত প্রস্তাবে অনেক হ্রাস হইত। উপদেশ অপেক্ষা কার্য্য দ্বারা অসন্তোষ দেখাইলে যে অধিক ফল হয় তাহা বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিবেন।

বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ দণ্ডিত হওয়ায় জন সাধারণ সকলে অসন্তুষ্ট হন। মাজিষ্ট্রেট যেরূপ প্রমাণ ও সাক্ষ্য প্রাপ্ত হন, তিনি যে তাহার বিপরীত বিচার করিয়াছেন লোকে তাহা বলিতেছে না। লোকের বিশ্বাস যে, পোলিস ইচ্ছা করিয়া শরতের সঙ্গে বিবাদ করে। ঘোষালদের আশ্রিত এক জন বৃদ্ধার উপর পোলিস অত্যাচার করে, শরৎ তাহাকে রক্ষা করিতে যান। ইহাতে তাহার যত অপরাধই হউক, সে অপরাধ ক্ষমা করা উচিত। টেম্পল সাহেবও ইহা স্বীকার করিয়াছেন, অথচ তিনি লিখিয়াছেন যে ইহার প্রতি মাজিষ্ট্রেট সমুচিত শাস্তি প্রদান করেন নাই। তিনি এ স্থলে ভুজঙ্গের প্রাণ রক্ষার যত্ন পাইয়াছেন। এটি কতকটা যে আমাদের দোষে হইয়াছে তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যদি শরৎ বাবু মাজিষ্ট্রেটের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল করিতেন, যদি তিনি এটি প্রমাণ করিতে পারিতেন যে, পোলিস উত্তেজনা করিয়া তাহাকে এই গোলযোগের মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছিল তাহা হইলে লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বোধ হয় এত সহজে ভুজঙ্গের প্রাণ রক্ষা করিতে পারিতেন না।

যাহা হউক, টেম্পল সাহেব এটি স্বীকার করিয়াছেন যে পোলিসে অত্যাচার করে এবং তিনি পোলিসের প্রতি যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন পোলিস তাহা মান্য করুক আর না করুক, প্রজারা তদনুসারে কার্য্য করিতে পারিবে। এখন বোধ হয় পোলিস আর কাহাকে ইচ্ছা পূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। এখন পোলিস কাহার হস্ত ধারণ করিলে সে তখনই বলিতে পারে তোমার ওয়ারেণ্ট দেখাও। কারণ টেম্পল সাহেব স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে আইন মত পোলিস যাহাকে তাহাকে যে সে অপরাধে বিনা ওয়ারেণ্টে ধরিয়া থানায় লইয়া যাইতে পারে না। পোলিসে চল বলিলে আর কেহ থানা অভিমুখে গমন করিবে না। ইহাতে যত বিবাদই হউক, ক্রমে প্রজার ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে।

রূপার বাজার।

যে দ্রব্য যত সুলভ হয় তাহার মূল্য সেই পরিমাণে হ্রাস হয়। হীরা মণি মুক্তা স্বর্ণ রোপ্য প্রভৃতি সমুদয় দ্রব্যের মূল্যের তারতম্য তত্তৎ দ্রব্যের সুলভতা ও দুর্ল্লভতার উপর নির্ভর করে। যদি আমরা সহজে কাচ প্রস্তুত করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে উহার মূল্য হীরকের মূল্য অপেক্ষা নিতান্ত অল্প হইত না। পৃথিবীতে যে সমুদয় ধাতু সচরাচর ব্যবহৃত হয় তন্মধ্যে স্বর্ণ অতি দুর্ল্লভ। এই নিমিত্ত ইহার এত উচ্চ মূল্য। রৌপ্য অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা দুর্ল্লভ। এই নিমিত্ত তাম্র, শিশা, প্রভৃতি অপেক্ষা ইহার মূল্য অধিক। যদি আজ ভারতবর্ষে এরূপ কোন খনি বহির্গত হয়, যেখানে অপর্য্যাপ্ত স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কল্য তাহা হইলে স্বর্ণের মূল্য কমিয়া যায়। রৌপ্যের ও অন্যান্য ধাতুর পক্ষেও অবিকল এই রূপ। রূপার বাজার যে ক্রমে এত সুলভ হইতেছে তাহার এক মাত্র কারণ এই। রূপার খনির সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে এবং বৎসর২ বাজারে রৌপ্যের অধিক আমদানি হইতেছে। ১৮৫০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে কেহ অবগত ছিলেন না, যে নবেডাতে রৌপ্যের খনি আছে। ১৮৫০ খৃঃ অব্দে ইউরোপ, আশিয়া, আফেরিকা হইতে যে রৌপ্য উৎপন্ন হয়, আমেরিকার মেক্সিকো এবং দক্ষিণ বিভাগ হইতে তাহার পাঁচ গুণ রৌপ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। পিডমণ্ট হইতেও সে বৎসর ৩০ লক্ষ টাকার অধিক রৌপ্য বাহির হয়, অষ্ট্রিয়া হইতে ২০ লক্ষ টাকার রৌপ্য উৎপন্ন হয়। ইংলণ্ডের দুই এক স্থান হইতে বিস্তর রৌপ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষে রৌপ্য খনি নাই, কিন্তু এখন অনেকের বিশ্বাস যে, কুলু উপত্যকাতে এত রৌপ্য আছে যে তাহার পরিমাণ করা কঠিন। এক জন গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ১৮৫০ খৃঃ অব্দ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত পৃথিবীতে ২০৫ কোটি টাকার অধিক রৌপ্য প্রচলিত হইয়াছে। ইহার দশ ভাগের এক ভাগ কেবল আমেরিকা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মেকসিকোতে বৎসর ৪ কোটী টাকার রৌপ্য উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বের ন্যায় আর রৌপ্য পাওয়া যায় না, তথাচ ১৮৭৪

খৃঃ অব্দে এখানে ৬০ লক্ষ টাকার রৌপ্য পাওয়া যায়। দিল্লি ও অন্যান্য স্থানেও বিস্তর রৌপ্য পাওয়া যায়। আমেরিকা আবিষ্কার হইবার প্রথম তিন শত বৎসর কেবল পেরু ও মেকসিকো হইতে ১৬০ হাজার টন রৌপ্য ইউরোপে রপ্তানি হয়। পৃথিবীতে যত রৌপ্য খনি আছে, ইহার মধ্যে লাপ্লাটার নিকট পাটাসি নামক রৌপ্যের খনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ১৫৪৫ খৃঃ অব্দে ইহার প্রথম আবিষ্কার হয়। এখান হইতে এ পর্য্যন্ত ৫০ কোটী টাকার রৌপ্য বাহির হইয়াছে। আমেরিকায় আরও কত রৌপ্য খনি আছে তাহা বলা যায় না। সেখানে একটী রৌপ্যের খনি সম্বন্ধে এই রূপ একটী গল্প প্রচলিত আছে। এ খনিটীর নাম সালকাডো। সালকাডো নামক এক জন স্পেনীয় একটী আমেরিকার আদিমবাসী বালিকার পাণি গ্রহণ করেন। এই বালিকা সালকাডোর নিকট একটী রৌপ্য খনির কথা প্রকাশ করে। সালকাডো এই খনি হইতে রৌপ্য বাহির করিয়া কিছু দিনের মধ্যে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। স্পেনীয় গবর্ণর এই কথা শুনিয়া এ খনি আত্মসাৎ করিবার ইচ্ছা করেন। তিনি সালকাডোকে রাজ বিদ্রোহী বলিয়া তাহার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করেন। সালকাডো গবর্ণরের নিকট প্রার্থনা করেন যে, তিনি তাহার আপাতত প্রাণ দণ্ড না করিয়া তাহার মকর্দ্দমার প্রমাণ সাক্ষ্য সমুদয় স্পেনের রাজার নিকট প্রেরণ করুন। তাহার বিচারে যদি সালকাডো দণ্ডিত হন তবে তাহার আর কোন আপত্তি থাকিবে না। তিনি বলেন যে গবর্ণর যদি তাহার প্রতি এই অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন তাহা হইলে যত দিন রাজার নিকট হইতে কোন আজ্ঞা না আসিবে তত দিন প্রতি দিবস তিনি গবর্ণরকে ১০ হাজার টাকার রৌপ্য প্রদান করিবেন। তখন আমেরিকা হইতে স্পেনে গমন করিতে ছয় মাস লাগিত, সুতরাং সালকাডোর কত টাকা ছিল ইহা দ্বারা অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। সালকাডোর এই কথা শুনিয়া গবর্ণরের রৌপ্য খনির প্রতি আরো অধিক লোভ হইল। তিনি তাহাকে হত্যা করিলেন। হত্যা করিয়া রৌপ্য খনির অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখেন যে, কোথাও তাহার কিছু মাত্র চিহ্ন পাওয়া যায় না। সালকাডোর স্ত্রী এবং তাহার আত্মীয় স্বজন তাহার হত্যার কথা শুনিয়া প্রতিজ্ঞা করে যে, তাহারা কখন রৌপ্য খনি গবর্ণরের হস্তগত হইতে দিবে না। তাহারা এই সংকল্প করিয়া অন্য স্থান হইতে জলস্রোত প্রবাহিত করাইয়া খনি জল মগ্ন করিয়া ফেলে। সে আজ ৪০০ বৎসরের কথা, কিন্তু অদ্যাপি কেহই উক্ত খনির কোন অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই।

এই রূপে অজস্র পরিমাণে রৌপ্যের উৎপন্ন হওয়ায় রৌপ্যর বাজার ক্রমেই নরম হইয়া পড়িতেছে। ইংলণ্ডে স্বর্ণ মুদ্রা সচরাচর ব্যবহার হয়, সুতরাং সেখানে যত দিন স্বর্ণের মুল্যের হ্রাস না হইতেছে তত দিন তাহাদের কোন আশঙ্কার বিষয় নাই। কিন্তু ইংলণ্ডের অন্যান্য নানা দেশের সঙ্গে নানা বিষয়ে সংস্রব আছে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষ প্রায় ইংলণ্ডের অর্দ্ধেক লোক প্রতিপালন করে। ভারতবর্ষে স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন নাই। এখানে রৌপ্য মুদ্রার ব্যবহার। ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতবর্ষে রৌপ্যের বাজার সস্তা হয় নাই, অন্ততঃ টাকার মুল্য পূর্ব্বের ন্যায় সমান রহিয়াছে, অথচ ইংলণ্ডে রৌপ্য সুলভ হওয়াতে টাকার মুল্য কমিয়া গিয়াছে। এখান হইতে দুই হাজার টাকা ইংলণ্ডে লইয়া গেলে তাহার মুল্য কমিয়া যায়। ইহাতে ইংরাজদিগের নানা বিষয়ে ক্ষতি হইতেছে। তাহারা যে বাটা দিয়া পূর্ব্বে ইংলণ্ডে টাকা পাঠাইতেন, এখন তাহা অপেক্ষা অধিক বাটা দিতে হয়। ব্যবসায়ীরা এখানে কোন দ্রব্য ১০ টাকায় বিক্রয় করিয়া প্রকৃত পক্ষে তাহা অপেক্ষা কম পাইতেছেন। ইংলণ্ডবাসীরা এই নিমিত্ত মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। পার্লিয়েমেণ্টেও এ সম্বন্ধে তর্ক উঠিয়াছে এবং এই বিষয় অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত পার্লিয়েমেণ্ট কর্তৃক একটী সভা সংস্থাপিত হয়। যাহারা বার্ত্তাশাস্ত্রবিৎ ও বাণিজ্য ব্যবসায়ে দক্ষ এই রূপ লোক সেখানে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডের ইকোনমিষ্ট সম্বাদ পত্রের সম্পাদক সাক্ষ্য প্রদান করেন। তাহার মতে রৌপ্যের বাজার সুলভ হওয়ায় ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে পূর্ব্বে যেরূপ সামঞ্জস্য রূপে বাণিজ্য ব্যবসায় চলিতেছিল তাহা আর চলিবে না। ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে অধিক রপ্তানি হইবে। ইংলণ্ডের রপ্তানি কমিয়া যাইবে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস রৌপ্য সুলভ হওয়ায় ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলণ্ডের এখন যে বাণিজ্য হইতেছে তাহার অনেক ক্ষতি হইবে। ইকোনমিষ্টের সম্পাদক আরো আশঙ্কা করেন যে, রৌপ্যের বাজারের এরূপ ভাব থাকিলে গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব সম্বন্ধেও ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

এই সমুদয় কারণে ইংরাজদিগের ইচ্ছা যে, এখানে রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্ত্তে স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলিত হয়। এরূপ করিলে ইংরাজদিগের অনেক যে লাভ তাহার কোন ভুল নাই কিন্তু ইহাতে আমাদের ক্ষতি বই লাভ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ফল ইহাতে লাভ কি ক্ষতি যাহাই হউক সে বিষয় তর্ক করিবার পূর্ব্বে আমাদের একটি বিষয় দেখা উচিত। ভারতবর্ষে স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলিত করিবার নিমিত্ত আমরা স্বর্ণ কোথায় পাইব। যাহারা স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলিত করিবার প্রস্তাব করেন তাহাদের পূর্ব্বে এই বিষয়টী সাব্যস্ত করা উচিত।

কর্ণেল গাউর্লি নামক পার্লিয়েমেণ্টের এক জন সভ্য এক স্থানে বক্তৃতা করার সময় প্রস্তাব করেন যে, ইংলণ্ডের যেরূপ নানা স্থান হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া পার্লিয়ামেণ্টের দ্বারা রাজ্য শাসন হয়, ভারতবর্ষেও সেই রূপ কোন রাজ্য শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য। তাঁহার বিবেচনায় ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজা, সুশিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান এবং এ দেশবাসী প্রধান প্রধান ইউরোপীয়দিগকে একত্রিত করিয়া ভারতবর্ষে যদি একটী পার্লিয়ামেণ্ট স্থাপন করা যায় তাহা হইলে উহা দ্বারা সুচারুরূপে কার্য্য চলিতে পারে। তিনি বলেন যে, যুবরাজের ভারত দর্শনের পর ভারতবর্ষে রাজ্য শাসনের কোন রূপ সুপ্রণালী প্রবর্ত্তনা না করিলে তাঁহার স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া এত ব্যয় ভূষণ করিয়া ভারতবর্ষে গমন করার কোন চিরস্থায়ী ফল হইবে না। মহারাণীর শুদ্ধ এম্প্রেস উপাধি গ্রহণে ভারতবর্ষের কোন মঙ্গল হইবে না। ভারতবর্ষবাসীরা যুবরাজকে যেরূপ যত্ন এবং তাঁহার নিমিত্ত যত অর্থ ব্যয় করিয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষের প্রকৃত কোন মঙ্গল না করিয়া যুবরাজের স্থির হওয়া উচিত নহে। ইংরাজ জাতিরও এ বিষয়ে ঔদাস্য দেখান কর্ত্তব্য নহে। শুদ্ধ গাউর্লি সাহেব এরূপ মত ব্যক্ত করেন নাই, ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান অনেক লোকের মত যে, এবার ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের কোন রূপ বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করা উচিত। যাহারা ভারতবর্ষের এই রূপ মঙ্গল আকাঙ্খা করেন তাহাদের মধ্যে অনেকে এ সম্বন্ধে অনেকরূপ প্রস্তাব করিতেছেন, কিন্তু ইহার অনেক প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতে গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় সম্মত হইবেন না। মহারাজা সিন্ধিয়াকে ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতিত্ব পদ, জয়পুরের মহারাজাকে বাঙ্গলার গবর্ণরী পদ, হলকরকে বোম্বাইয়ের গবর্ণরী পদে নিযুক্ত করিলে গবর্ণমেণ্ট তত ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে পারেন এবং ইহারাও উপযুক্ত সভাসদ্ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইহাদের উপর আপাততঃ এত দূর ভারার্পণ করিতে প্রস্তুত নন। গবর্ণমেণ্ট ইহাদের উপর এত দূর ভার অর্পণ না করিলেও লোকে বিরক্ত হইবে না, কিন্তু গাউর্লি সাহেব এদেশে যেরূপ পার্লিয়েমেণ্ট স্থাপন করার প্রস্তাব করিয়াছেন এরূপ প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিলে বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট কোন অংশে ক্ষতি গ্রস্ত হইবেন না। এরূপ পার্লিয়ামেণ্টের উপর গবর্ণমেণ্টের একজিকিউটিব ভার অর্পণ করিতে সাহস না হয়, কেবল দেশের আইন কানন প্রকটন এবং আয় ব্যয় সামঞ্জস্য করার ভার অনায়াসে দিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ দীর্ঘ কাল শাসন করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহারা এদেশে এ পর্য্যন্ত যত আইন প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার কোন আইনই দেশের পক্ষে উপযোগী হয় নাই। যদি ভারতবর্ষবাসীদের সাহায্য লইয়া তাহারা ব্যবস্থা সকল প্রকটন করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের নিত্য২ আইন রদ করিতে হইত না, এবং মকর্দ্দমায় দেশ উচ্ছিন্ন যাইত না। আবার যদি আয় ব্যয় সামঞ্জস্যের ভার প্রজার উপর থাকে তাহা হইলে রাজস্বের বৃদ্ধি না হউক এখন গবর্ণমেণ্ট প্রজার নিকট হইতে যত টাকা সংগ্রহ করিতেছেন ইহা অপেক্ষা কম টাকা সংগৃহীত হইত না, অথচ ইহা দ্বারা এই উপকার হইত যে প্রজা শোষণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট এখন যে কলঙ্ক অর্জ্জন করিতেছেন তাহাদের সে কলঙ্কের ভার বহন করিতে হইত না। এরূপ পার্লিয়ামেণ্ট সংস্থাপন করিলে যদি কোন আশঙ্কার বিষয় থাকে, তাহা নিবারণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট অনায়াসে নিজ হস্তে কোন রূপ শাসন রাখিতে পারেন। এখন ব্যবস্থাপক সভায় যে সমুদয় আইন প্রকটিত হয় তাহা গবর্ণর জেনারেল ইচ্ছা পূর্ব্বক রহিত করিতে পারেন, গবর্ণর জেনারেল উহাতে সম্মতি প্রদান করিলে ষ্টেট সেক্রেটরি উহা রদ করিতে পারেন। পার্লিয়ামেণ্টের কার্য্যের উপর গবর্ণর জেনারেলের ও ষ্টেট সেক্রেটরির এই রূপ কোন শাসন রাখিলে গবর্ণমেণ্টের কোন চিন্তার বিষয় থাকিবে না। যত ক্ষণ পার্লিয়ামেণ্ট সুচারুপূর্ব্বক কার্য্য করিবেন তত ক্ষণ গবর্ণর জেনারল কি ষ্টেট সেক্রেটরি ঐ সকল কার্য্যে আপনাদের সম্মতি প্রদান করিবেন, পার্লিয়ামেণ্ট যখন কোন অন্যায় কার্য্য করেন তখন তাহারা উহাতে সম্মতি প্রদান না করিতে পারেন। ইহাতে প্রজাদিগের উপর রাজ্য শাসনের ভার অর্পিত হইবে, অথচ গবর্ণমেণ্টের কোন বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। প্রজারা সন্তুষ্ট হইবে আবার গবর্ণমেণ্টের তাহাতে কিছু ক্ষতি হইবে না। ইহাতে প্রজার ক্রমে ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কোন রূপ বিঘ্ন না হয় অথচ প্রজার ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় ইংরাজেরা এই প্রণালীতে এদেশ বরাবরি শাসন করিতেছেন। তাহাদের রাজ্য শাসনের মুল মন্ত্র এই, তাহারা এই মন্ত্র বলে দেশ শাসন করেন এবং এদেশের যে কিছু শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে তাহার মুল কারণ এই। এই রাজ-নীতি অনুসারে তাহারা এদেশে শিক্ষা প্রদান করেন, সম্বাদ পত্রের স্বাধীনতা প্রদান করেন, হাইকোর্ট প্রভৃতি বিচারালয় সংস্থাপন করেন ও এদেশের প্রধান প্রধান নগরে ইলেক্টিব প্রণালীর মিউনিসিপ্যালিটীর প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন, সুতরাং এদেশে যদি পার্লিয়ামেণ্টে হয় তাহা হইলে ইংরাজেরা ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া অবধি যে বৃক্ষ যত্ন পূর্ব্বক রোপণ ও লালন পালন করিতেছেন তাহাই শুভকর ফল প্রসব করিবে। ইণ্ডিয়ান লীগ কুইন বিকটরিয়াকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিবেন, তাহাতে এ দেশের শাসন প্রণালী পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কোন প্রার্থনা থাকিবে। আমরা শুনিলাম তাহারা ভারতবর্ষে পার্লিয়ামেণ্ট সংস্থাপনের নিমিত্ত এম্প্রেস বিকটরিয়ার নিকট প্রার্থনা করিবেন।

গত সপ্তাহে তুর্কি সম্বন্ধে এই তারের সম্বাদটী প্রকাশিত হইয়াছে।

"নূতন সুলতান যুদ্ধ স্থগিত করিয়াছেন। বিদ্রোহী প্রজাদিগের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের নিমিত্ত ছয় সপ্তাহ সময় দিয়াছেন।

"এই রূপ রাষ্ট্র সুলতানের সঙ্গে রুশিয়া প্রভৃতি রাজ্যের পূর্ব্বে যে বন্দোবস্ত ছিল তাহারা তদনুসারে

—যখন ইংলণ্ডের বণিকদিগের বাণিজ্য ব্যবসায়ে কোন রূপ ক্ষতি হইতে থাকে তখনই ইংরাজেরা স্বাধীন বাণিজ্যের কথা তুলিয়া তর্ক করেন। গত বৎসর লর্ড নর্থব্রুক ম্যাঞ্চেষ্টর কাপড় ও সুতার শুল্ক উঠাইয়া না দেওয়াতে ষ্টেট সেক্রেটরি তাঁহাকে অপদস্থ করিলেন। আবার এদেশীয় যাহারা বার্ত্তা শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী তাহারাও বলেন যে, স্বাধীন ব্যবসায়ের জন্যে যদি ভারতবর্ষ ক্ষতিগ্রস্থ হন তাহাতে আর হাত কি? কিন্তু ইংলণ্ডের যখন প্রয়োজন হইয়াছে তখনই ইংরাজেরা এই স্বাধীন ব্যবসায়ের বিপরীত কার্য্য করিয়াছেন। আবার যে আমেরিকা এখন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন, যেখানে ধর্ম্মের শাসন নাই, স্ত্রীর উপর পুরুষের প্রভুত্ব নাই, ভৃত্যের উপর প্রভুর ক্ষমতা নাই, সেখানে সম্প্রতি এই ঘটনাটী উপস্থিত হইয়াছে। চীন দেশ লোকে পরিপূর্ণ। তথায় সকলের স্বদেশে থাকিয়া অন্ন নির্ব্বাহ হয় না। অথচ তাহারা এদেশীয়দিগের ন্যায় অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ নহে। তাহারা অন্নের নিমিত্ত দেশ বিদেশ গমন করিয়া থাকে। আমেরিকায় জীবনোপায়ের নিমিত্ত বিস্তর চীনবাসী গমন করিয়া থাকে। চীনেরা সকল কার্য্যেই প্রায় দক্ষ। তাহারা আমেরিকায় গমন করিয়া আমেরিকাবাসী শ্রমোপজীবীদিগের অন্ন ধ্বংশ করিয়াছে। ইহারা আমেরিকাবাসীদিগের অপেক্ষা অনেক অল্প বেতনে কাজ করে, সুতরাং অনেকেই ইহাদের দ্বারা কাজ করিয়া লন। ইহাতে আমেরিকার শ্রমোপজীবীদিগের মহা কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে এবং এই নিমিত্ত আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিতেছেন যে, অপর কোন দেশ হইতে আমেরিকায় জীবিকা উপার্জ্জনের উদ্দেশে কেহ আসিতে পারিবে না। ভারতবর্ষ যদি ইংলণ্ড হইত, অর্থাৎ ভারতবর্ষের যেরূপ দুর্গতি ইংলণ্ডের যদি এরূপ দুর্গতি হইত তাহা হইলে এত দিন যে পণ্ডিতেরা স্বাধীন ব্যবসায়ের এত গৌরব করিতেছেন তাহারাই আবার ইহার দোষ কীর্ত্তন করিতেন।

—উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে মৃত্যু সংখ্যার ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। গত এপ্রেল মাসে এখানে ৬১৮৮৪ জন লোকের মৃত্যু হয় কিন্তু ইহার পূর্ব্ব কি তাহার পূর্ব্ব বৎসরের এপ্রেল মাসে এই সময় এখানে বিস্তর কম লোকের মৃত্যু হয়। আমরা ইতি পূর্ব্বে এক বার পঞ্জাব ও মান্দ্রাজের এই রূপ দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করি। যদি আর কিছু দিনের মধ্যে আমাদের ইংরাজদিগের উপর ভয়ের হ্রাস না হয়, অথবা যদি আর কিছু দিনের মধ্যে ইংরাজদিগের এ দেশীয়দের উপর আধিপত্যের হ্রাস না হয় তাহা হইলে আর্য্য জাতির পতন রক্ষা করা ভার হইয়া উঠিবে।

—লিখিবার যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, আবার আর এক ব্যক্তি অক্ষর সাজানের একটী যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। ফিলাডেলফিয়ার মেলার উদ্যোগে এই যন্ত্রটী প্রস্তুত হয়। ইহা দ্বারা অক্ষর সাজানের অনেক সুবিধা হইয়াছে। পুস্তক কি সম্বাদ পত্র প্রভৃতি মুদ্রিত করিবার কাগজ, কালি, অক্ষর সাজান, লেখা ও মুদ্রাঙ্কন এই কয়েকটী বিষয় এখন যন্ত্রের দ্বারা সির্ব্বাহ হইতে চলিল। এখন বিবেচনা পূর্ব্বক লিখিতে পারে এই রূপ একটী যন্ত্র প্রস্তুত হইলে সম্বাদ পত্রের সম্পাদক, গ্রন্থ কর্ত্তা প্রভৃতিরা নিরন্ন হইতে পারেন।

—১৮৭৩ খৃঃ অব্দে এদেশে যে রেলওয়ে নির্ম্মিত হয় তাহার প্রতি মাইলে গড় পড়তা ১৬৫৩৬০ টাকা ব্যয় পড়ে। এক জন হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে ইউরোপে প্রতি মাইল রেলওয়েতে বৎসর২ ৪৩৮ টাকা উৎপন্ন হয়। ইহার অর্দ্ধেক রেলওয়ে চালানের নিমিত্ত ব্যয় হয়। যাহারা রেলওয়েতে টাকা খাটান, তাহাদের বৎসর শত করা ৫ কি ৬ টাকা লভ্য হইয়া থাকে।

—যে দেশে লোকের অর্থ আছে, শারীরিকী স্বচ্ছন্দতা আছে, রাজার উপদ্রব নাই, পোলিস ও মাজিষ্ট্রেটের উৎপীড়ন নাই এবং ষ্টিফেন সাহেবের ফৌজদারি কার্য্য বিধি আইন নাই, সে দেশের লোকেরা সুখের অভাব নাই। ইংলণ্ডে লোকের কষ্ট নাই এরূপ নহে, সেখানে লোকের এরূপ কষ্ট আছে যে তাহা আমরা মনেও ধারণ করিতে পারি না, কিন্তু সেখানে যাহাদের সুখের অবস্থা তাহারা আমোদ আহ্লাদ করিয়া উহার শেষ করিতে পারেন না। ঘোড়ার দৌড়, নৌকার বাজ, গান বাদ্য নাটক প্রভৃতি অসংখ্য রূপ আমোদ আছে। আজ কাল আবার সেখানে মানুষ দৌড়ের আমোদ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা ইতি পূর্ব্বে ওয়েষ্টন নামক এক জন দ্রুতগামী আমেরিকাবাসীর দ্রুতগমনের সংবাদ প্রকাশ করি। ইনি অল্প দিনের মধ্যে বিখ্যাত হইয়া পড়েন। ইংলণ্ডের অনেকের মনে অভিমান থাকে যে, তাহারা অতিশয় দ্রুতবেগে গমন করিতে পারেন। ইহাদের ওয়েষ্টন সাহেবের সুখ্যাতি শুনিয়া ঈর্ষা উপস্থিত হয়। আবার ইংলণ্ডের আমোদপ্রিয় ব্যক্তিরা ঘোড়ার দৌড়ের ন্যায় মনুষ্যের দৌড়ে একটী নূতন আমোদ পাইয়া অতিশয় পুলকিত হন। ইংলণ্ডে এই নিমিত্ত সম্প্রতি মনুষ্যের দৌড় হইয় গিয়াছে। প্রথম দৌড়ে বাজি হয় যে, এক হাজার ঘণ্টায় এক হাজার মাইল যিনি গমন করিতে পারিবেন তিনি পুরস্কার পাইবেন। উইলিয়ম ওয়ালটন নামক এক ব্যক্তি এই বাজিতে জয়ী হইয়াছে। উইলিয়ম হাজার মাইল গমন করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার একটী বালককে স্কন্ধে করিয়া আর এক মাইল গমন করে। ইহার পরে আর একটী দৌড় হয়। ইহাতে বাজি থাকে যে, ২৪ ঘণ্টা দ্রুতবেগে গমন করিয়া যিনি সর্ব্বাগ্রে গমন করিতে পারিবেন তিনি দশ হাজার টাকা পুরস্কার পাইবেন। অনেকে আমেরিকার দ্রুতগামী ওয়েষ্টনকে এই দ্রুত গমনের নিমিত্ত প্রতিযোগী হইবার উপদেশ দেন, পুরস্কারদাতারা এখনও বলিতেছেন যদি ওয়েষ্টন সাহেব প্রতিযোগী হইয়া উপস্থিত হন তবে তাহারা তাহাকে ২০ হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন। কিন্তু ওয়েষ্টন ইহাতে সম্মত হন নাই। ইংলণ্ডে এই বাজি মারিবার নিমিত্ত নানা স্থান হইতে ১৩।১৪ জন লোক উপস্থিত হয়। ইহারা সোমবারে রাত্রে গমনে প্রবর্ত্ত হয়। যাহারা এই দৌড়ে প্রবর্ত্ত হয় তাহারা সকলেই দ্রুতগমনের নিমিত্ত বিখ্যাত। ইহার মধ্যে চারি জন ভিন্ন অপর সকলে কয়েক ঘণ্টা গমন করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে। চারি জনের মধ্যে এক জন ২০ ঘণ্টায় প্রায় ১২৭ মাইল, দ্বিতীয় ১১৩ মাইলের কিছু অধিক, তৃতীয় জন ১০১ মাইলের কিছু অধিক গমন করে। চতুর্থ জনের নাম ভোগান। এ ব্যক্তি ১২০ মাইল গমন করে। ভোগান ৯১ মাইল পথ গমন করিয়া সাড়ে দশ মিনিটের নিমিত্ত বিশ্রাম করে। ইহার অগ্রে সে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও বিশ্রাম করে না। সে আঠার ঘণ্টা সাড়ে এগার মিনিটে এক শত মাইলের অধিক ভ্রমণ করে। ১১৯ মাইল গমন করিয়া তাহার মস্তিস্ক ঘুরিয়া উঠে এবং সে অচৈতন্য হইয়া পড়ে। যখন এই অবস্থায় পতিত তখন আর অর্দ্ধেক ঘণ্টা সময় আছে। এই অবস্থায় পতিত হইয়া সে কিয়ৎ ক্ষণ বিশ্রাম করে। একটু সুস্থ হইয়া অনেক কষ্টে আর এক মাইল পথ ভ্রমণ করে। ইতি পূর্ব্বেও লেরি ওয়েষ্টন এই দুই জন দ্রুত গমনের নিমিত্ত বিখ্যাত হয়, কিন্তু ভোগান এবার দুই জনকেই পরাস্ত করিয়াছে। ওলেরি যে সময়ে এক শত মাইল পথ গমন করে, ভোগান তাহা অপেক্ষা দুই মিনিট পাঁচ সেকেণ্ড কম সময়ে ১০০ মাইল গমন করে।

—ইংলণ্ডের লোক কত আমোদপ্রিয় তাহার আর একটি উদাহরণ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। লিউক নামক এক জন ঘোড় দৌড়ে একটি মস্ত বাজি মারে। এই নিমিত্ত সন্তুষ্ট হইয়া এক জন ধনাঢ্য ব্যক্তি তাহাকে ৫০০০ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। পুরস্কারদাতা আপনার নাম প্রকাশ করেন নাই। পাঁচ শত টাকার ৪খণ্ড নোট এক খানি আবরণের মধ্যে মণ্ডিত করিয়া তাহাকে প্রেরণ করিয়াছেন। ইংলণ্ডবাসীরা আমোদপ্রিয় কিন্তু যাহাতে মন শরীর নিস্তেজ হয়, যাহাতে অপরের নিকট ঘৃণেয় হইতে হয়, যাহাতে শত্রুগণ উপহাস করিতে পারে এরূপ আমোদে তাহারা প্রায়ই প্রবর্ত্ত হন না।

—এই রূপ রাষ্ট্র যে, কাশ্মিরের মহারাজা মান্দ্রাজে গমন করিতেছেন। যিনি এই সম্বাদটী রাষ্ট্র করিয়াছেন তিনি কাশ্মির সম্বন্ধে আর কয়টি সম্বাদ লিখিয়াছেন। তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, কাশ্মিরে অপূর্ব্ব দ্রাক্ষ ফল জন্মে। অনেকে এই দ্রাক্ষ রস দ্বারা স্যাম্পেন মদ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত মহারাজার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। মহারাজা অনুমতি দিতে স্বীকৃত হন না। কিন্তু সম্প্রতি নাকি ইহাতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কাশ্মিরের মহারাজা কলিকাতায় আগমন করিয়া যেরূপ ভাব ভঙ্গি দেখাইয়া গিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় তিনি মদের ঘোর বিদ্বেষী। তিনি যে দেশে মদ প্রস্তুত করিবার উৎসাহ প্রদান করিবেন আমাদের তাহা বিশ্বাস হয় না। তবে কাশ্মীরের মহারাজার নিতান্ত যত্ন হইয়াছে যে, তিনি দেশের আয় বৃদ্ধি করেন। এই উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত তিনি ইহাতে স্বীকৃত হইতে পারেন। কাশ্মীরের মহারাজা আর একটী কাজ করিয়াছেন। পূর্ব্বে তাহার রাজ্যে শাল ব্যবসায়ীদের ৩০ টাকা কর দিতে হইত। তিনি ইহা কমাইয়া ১২ টাকা করিয়াছেন। যদি এটি সত্য হয় তাহা হইলে শাল পূর্ব্বাপেক্ষা সুলভ হইবে।

—কালিফরনিয়াতে নিয়ম হয় যে, স্ত্রীলোকে শিক্ষা বিভাগে রাজ কার্য্য প্রাপ্ত হইতে পারিবে এবং এই নিয়ম অনুসারে অনেক গুলি স্ত্রীলোক নানাবিধ কার্য্যে নিযুক্ত হয়। কালিফরনিয়াবাসীদিগের কিছু দিন পরে চৈতন্য হয়। তথাকার পুরুষ সমাজ স্ত্রীলোকের আধিপত্যের নিমিত্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। সচরাচর অর্থোপার্জ্জনের ভার পুরুষের হাতে থাকে, এই নিমিত্ত ইহারা কিয়ৎ পরিমাণে স্ত্রী জাতিকে শাসনাধীন রাখিতে পারেন। যদি স্ত্রীলোক আবার অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে তাহা হইলে পুরুষের আর দুর্গতির সীমা থাকিবে না। কালিফরনিয়ার পুরুষেরা এই রূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া সম্প্রতি আবার নিয়ম করিতেছেন যে, স্ত্রীলোকে গবর্ণমেণ্টের কোন রূপ কাজ পাইবে না।

—সেলোনিকা নামক স্থানে ইতি মধ্যে একটী ভয়ানক হত্যা কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। সেলোনিকা ইউরোপীয় তুর্কির মধ্যে। সেলোনিকাতে জার্ম্মেন ফ্রেঞ্চ আমেরিকান ইটালিয়ান প্রভৃতি রাজ প্রতিনিধি অবস্থিতি করেন। এক দিন আমেরিকার রাজ প্রতিনিধি সেলোনিকার রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, ইতি মধ্যে দেখেন একটী খৃষ্টান যুবতীকে অনেক গুলি মুসলমান চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহাকে বল দ্বারা মুসলমানদিগের দেব মন্দিরে লইয়া যাওয়ার যত্ন করিতেছে। সেলোনিকাতে নিয়ম আছে যে, যদি কেহ খৃষ্টান ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুসলমান হইতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে প্রথম তাহাকে খৃষ্টান রাজ প্রতিনিধির নিকট উপস্থিত করা হয় এবং তৎপরে মুসলমান মৌলবীর নিকট লইয়া যাওয়া হয়। উভয়ই তাহাকে তাহার পৈতৃক ধর্ম্ম প্রতিপালনের নিমিত্ত অনুরোধ করেন। তৎপরে তাহাকে ১৫ দিনের সময় দেওয়া হয়। যদি তখনও সে মুসলমান হইতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে কোন মুসলমান তাহাকে মসজিদে লইয়া যায় ও সেখানে রীতি পূর্ব্বক তাহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষা করে। কিন্তু এই খৃষ্টান যুবতীকে বল দ্বারা মুসলমান করাইবার যত্ন করা হয়। আমেরিকান প্রতিনিধি অনেক কৌশলে ইহাকে আপন গাড়ীর মধ্যে উঠাইয়া নিজ গৃহে লইয়া উপস্থিত হন। মুসলমানেরা দলবদ্ধ হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যুবতীকে কাড়িয়া লইবার নিমিত্ত ধাবিত হয়। এদিকে আরে

কতক গুলি মুসলমান চারি দিক হইতে মুসলমানদের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হয়। আমেরিকার রাজ প্রতিনিধি নির্বিঘ্নে গৃহে উপস্থিত হন কিন্তু সেখানে গিয়াও তিনি নিরুদ্বেগ হইতে পারেন না। সেখানে মুসলমানেরা দ্বার ভগ্ন করিয়া তাহার গৃহে প্রবেশের উপক্রম করিলে তিনি যুবতীকে গোপনে জর্ম্মেনির রাজ প্রতিনিধির নিকট প্রেরণ করেন। এদিকে ফরাশি ও জর্ম্মেনীর রাজ প্রতিনিধিগণ এই সম্বাদ শুনেন আমেরিকার রাজ প্রতিনিধি ইহাদের দুই জনেরই কুটম্ব। ইহারা ব্যস্ত হইয়া তাহার নিকট গমন করেন। পথে মুসলমানেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করে। ইহারা প্রথমে বিপদ দেখিয়া খৃষ্টান যুবতীকে তাহাদের হস্তে অর্পণ করিতে স্বীকৃত হন এবং জর্ম্মেনীর রাজ প্রতিনিধি এই রূপ অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করেন। তাহার স্বাক্ষর করা হইলে মুসলমানেরা নানা রূপ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া ইহাদের দুই জনকে হত্যা করিয়া ফেলে। ইটালির রাজ প্রতিনিধি এই গোলযোগ দেখিয়া গোপনে তুর্কির গবর্ণরের নিকট উপস্থিত হন। গবর্ণর এই সম্বাদ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সৈন্য সামন্ত পাঠাইয়া ইহাদিগকে বন্দী করেন।

প্রেরিত।

মুরশিদাবাদ সভা।

বিগত ২১এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অপরাহ্ণ ৬॥ ঘটিকার সময় বহরমপুর গ্রাণ্টহলে, মুরশিদাবাদ সভার প্রথম সাম্বৎসরিক অধিবেশন হয়।

১। শ্রীযুক্ত রায় ধনপৎ সিং বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ২। সভাপতির অনুমত্যনুসারে সহঃ সম্পাদক গত বর্ষের কার্য্য বিবরণ পাঠ ও হিসাব দাখিল করেন। ৩। শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুত বাবু রামদাস সেন মহাশয়ের পোষকতায় উক্ত বিবরণ ও হিসাব গ্রাহ্য করা হয়। ৪। শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ দাস সভার কর্ম্মচারিগণ সম্বন্ধে বলেন যে বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গা দাস রায় বৃদ্ধ, তাঁহার হস্তে বিপুল কার্য্য, এবং বহরমপুর হইতে তাঁহার বাটি নিকট নহে, এই সকল কারণে তাঁহার সভার প্রতি বিশেষ যত্ন ও উৎসাহ থাকিলেও তিনি সকল সময়ে সভায় উপস্থিত হইতে পারেন না। এবং সভার কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতেও পারেন না। অতএব বহরমপুরের কোন পদস্থ ব্যক্তি এই সভার সম্পাদক হইলে বড় ভাল হয়, এজন্য তিনি প্রস্তাব করেন যে শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন উক্ত কার্য্যে মনোনীত হউন। ৫। শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণনাথ রায় চৌধুরী উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করেন। ৬। শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বসু বলেন যে অদ্য সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইলেও কোন নূতন কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনের কথা ছিল না। অতএব ঐ প্রস্তাব আগামী সভায় স্থির করা হইবে সুতরাং তাহাই স্থিরীকৃত হয়। ৭। শ্রীযুক্ত বাবু ধনপৎ সিং বাহাদুর বলেন যে, আগামী সভায় মহারাণীর এম্প্রেস উপাধি গ্রহণ জন্য কোন আনন্দসূচক পত্র দেওয়ার পক্ষে বিবেচনা করিলে ভাল হয়। ৮। তৎপর, গোকর্ণের ও বহুরূপের জমিদারগণের সহিত শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দাসের বর্ত্তমান নিরিক বৃদ্ধি, রোড ফণ্ড জমিদারী ডাক সম্বন্ধে নানা কথা বার্ত্তা হয়।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বসু।
মুরশিদাবাদ সভার সহঃ সম্পাদক।

আডবোলেরম ও কপিয়িং ফি।

রেজেষ্টরি আদালতে প্রথমতঃ দলিল দাখিল কালে দলিল দাতাও গৃহীতাগণ আডবোলেরম ও কপিয়িং ফি দাখিল করিয়া থাকে। কেহ কেহ দলিল প্রস্তুত হইলে দিব বলিয়া যায়, কিন্তু ঐ দলিল ফেরত না লইলে গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ ক্ষতি, এজন্য আনুমানিক কপিয়িং ফি, আফিসরগণ অগ্রে লইয়া থাকেন। তাহাতে যদি অকুলান হয় তবে হিসাব মতে অবশিষ্ট কপিয়িংফি লইয়া ঐ অতিরিক্ত ফি দলিল ফেরত দিবার সময় কি বহি ও ক্যাশ বহিতে এবং দলিলের পৃষ্ঠায় লিখিয়া দেওয়া রীতি আছে। সামান্য ছোট ছোট দলিলে বহির দুই পৃষ্ঠা হইলে আডবোলেরম ফিঃ ভিন্ন কপিয়িং অথবা অতিরিক্ত ফি আদায় হইয়া থাকে না, বড় বড় দলিলে অধিক চৌহদ্দী বিশিষ্ট থাকায় রেজেষ্টরি বহির ২০।২৫ পেজ পরিপূর্ণ হইলে দুই পৃষ্ঠা বাদে অবশিষ্ট প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ।০ চারি আনা কপিয়িং ফি দিতে হয়, নচেৎ অপরাপর সামান্য দলিলে অতিরিক্ত ফি দিতে হয় না। প্রথমে দলিল দাখিল কালে আডবোলেরম এবং আনুমানক কপিয়িং ফি গৃহীত হইয়া থাকে, তাহাতে অকুলান হইলে পুনরায় যে ফি লওয়া যায় তাহাকে অতিরিক্ত ফি বলিয়া থাকে, এমন সময় কৃষি প্রজা অথবা সন্দিগ্ধ লোকে বিবেচনা করিলে পারে যে অতিরিক্ত ফি শব্দটী অলীক। বাস্তবিক তাহা নহে। গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুর আইনানুসারে রেজিষ্টর জেনরেল সাহেবের দ্বারায় যে বিজ্ঞাপন প্রচার হইয়াছে তাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রকাশিত হইল।

'এই তালিকা অনুসারে রেজেষ্টরি করিবার চলিত রসুম ভিন্ন প্রত্যেক দলিলের দীর্ঘতা অনুসারে রসুম লাগিবে। উহার নিয়ম এই যে দলিলের নকল রেজেষ্টরি কেতাবের দুই পৃষ্ঠা হইলে প্রথম দুই পৃষ্ঠা বাদে প্রতিপৃষ্ঠায় ।০ আনা হিসাবে রসুম দিতে হইবে। প্রতি পৃষ্ঠায় ৩০০ কথা ধরিতে পারে, এই হিসাবে দলিলের কথা সংখ্যা করিয়া রসুম নির্দ্ধারিত করা হইবে। কিন্তু সাধারণে ঐ রূপ গণনা করিয়া না দিলে রেজেষ্ট্রার নিজে আনুমানিক সংখ্যা করিবেন। দলিল দাখিলের সময় ঐ রসুম দিতে হইবে। গণনা করিবার ভুলে কম রসুম লইলে বাকি রসুম না দিলে দলিল ফেরত পাইবে না।

উদাহরণ।

বোধ কর এক কোবালাতে ১৩৫০ কথা আছে। যাহাদের দলিল তাঁহারা ইহা স্বীকার করিয়া কৈফিয়ত লিখিয়া দিলে রেজেষ্টার একেবারেই তিন পৃষ্ঠার রসুম গ্রহণ করিবেন, অর্থাৎ ১৩৫০ হইতে ৬০০ বাদে ৭৫০ কথার উপর ৸০ আনা রসুম লইবেন। কিন্তু যদি কথার সংখ্যা না জানা থাকে তবে রেজেষ্টার আপাতত ॥০ আনা রসুম গ্রহণ করিলে অবশিষ্ট ।০ আনা দলিল ওয়াপেস লইবার সময় দিতে হইবে।

এচ, বেভরলি
ইনস্পেক্টর জেনরল অফ রেজিস্ট্রেসন।
শ্রীঃ—

ডাক্তার ভোলানাথ বসু।

ফরিদপুরের সিবিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত ডাক্তার বি, এন, বসু এই স্থানে প্রায় বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টে কার্য্য করিয়া যদ্রূপ প্রশংসনীয় হইয়াছেন, এস্থলে তাহার নির্দ্দেশ বাহুল্য। সম্প্রতি ইনি শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত দুই বৎসরের ফারলো বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ১লা জুন তারিখে ইহার স্থানে আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু উদয় চরণ দত্ত নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতেছেন। নেটীবদিগের মধ্যে ডাক্তার বসু ইংলণ্ডে গিয়া প্রথমেই এম, ডি, উপাধি ধারণ করেন, তথায় অধ্যয়ন ও আত্ম উন্নতি সম্বন্ধে ভূরি২ পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরিশেষে ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পঞ্জাবে দ্বিতীয় শীক যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়া ঐ যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। অধুনা, তিনি এই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ফরিদপুরে অবস্থান পূর্ব্বক আপামর সাধারণ কি ধনী দরিদ্র, সকলেরই প্রতি সমান অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। কখন কাহার নিকট হইতে দর্শনী (ভিজিট) গ্রহণ করেন নাই এবং পদব্রজে গরিব ও দুঃখীদিগের বাটীতে গিয়া চিকিৎসা করেন। নিজের ব্যয়ে ঔষধাদি খরিদ করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ করেন। সুতরাং তিনি যেরূপ উদার স্বভাব ও দয়াদ্র-চিত্ত বিশিষ্ট লোক বোধ হয় ফরিদপুরবাসীগণ কখনই তাহা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। তিনি বিদায় গ্রহণে এখানে যার পর নাই সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন। শুনা যাইতেছে, তাঁহার প্রস্থান কালে অত্রত্য ভদ্র ও ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ সমবেত হইয়া একটী সভা অধিবেশন করিয়া তাঁহাকে এ্যাড্রেস দিবেন।

শ্রীঃ—

পত্র প্রেরকের প্রতি।

শ্রীকালীদাস ঘোষ, ফরিদপুর—এখানে আজ কাল আবার ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে। এখানকার মন্সেফ বাবু নিত্যগোপাল মল্লিক ঐ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ৩রা জুন তারিখে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইনি এক জন কৃতবিদ্য ও সুবিচারক ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। কালের কবলে সকলেই নিহত হয়।

এক জন দর্শক, গোস্বামী দুর্গাপুর—এই স্থানে হরি ভক্তি প্রদায়িনী নামে একটী সভা আছে। সম্প্রতি ইহার সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পত্র প্রেরক বলেন অন্যান্য সৎকার্য্যের মধ্যে এই উপলক্ষে নাটকাভিনয় হইয়াছিল। যাত্রা ও কবির লড়াই হইয়াছিল কি না পত্র প্রেরক তাহা লিখেন নাই।

শ্রীঃ—উচিত বাদী, কুষ্টিয়া—কথায়২ হাইকোর্ট যাওয়া উচিত হয় না। আপনি যে সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন অনুসন্ধানে জানিলাম তাহা সমুদয় অমূলক।

শ্রীযদুনাথ বসু, আড়খালিয়া—"ভারতের সুখ" শীর্ষক একটী কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। কবিতাটি মন্দ হয় নাই। যদি পদ্য ছাপানের রীতি আমাদের থাকিত তাহা হইলে উহা আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতাম।

জনেক প্রজা—সাঁইথিয়ার জমিদার বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন। আমরা ভরসা করি জমিদার মহাশয় সাবধান হইয়া চলিবেন, কারণ এখন প্রজারা আপনাদের স্বত্ব প্রায় উত্তমরূপে বুঝিয়াছে এবং জমিদার অত্যাচারী হইলে তাহারা সহজে তাহাকে বিপদে ফেলিতে পারে।

এক জন পর্য্যটক—"খামারগাছী নাইট স্কুল" শীর্ষক এক খানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন। পত্র প্রেরক বলেন স্কুলটি উত্তম চলিতেছে।

এক জন আঃ ষ্টেসন মাষ্টার—সম্প্রতি "শ্রীভ" স্বাক্ষরিত দুই খানি পত্র অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'শ্রীভ' আঃ ষ্টেসন মাষ্টারদিগের দুরবস্থা বর্ণন করিয়া লেখেন। বর্ত্তমান পত্র প্রেরক এই নিমিত্ত তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। বর্ত্তমান পত্র প্রেরক আঃ ষ্টেঃ মাষ্টার এবং ষ্টেঃ মাষ্টারদের আরো কয়েকটী কষ্টের বিষয় এই রূপে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি বলেন "কেবল ট্রেন পাস করিবার জন্য আমাদের অর্থাৎ ষ্টেসন মাষ্টার ও আঃ ষ্টেসন মাষ্টারদের পালা ক্রমে কর্ম্ম করিতে হয় না, কিন্তু আরো বিস্তর কর্ম্ম যথা মাল আমদানি, রপ্তানি, কাগজ পার্সেল ইত্যাদি সমস্ত লেখা পড়া, দৈনিক সাপ্তাহিক এবং কাগজ পত্র প্রস্তুত করিতে উভয়কেই দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিতে হয়।" পত্র প্রেরক তৎপর বলেন "আমাদের কার্য্য নিয়ম মত করিতে হইলে অন্ততঃ আর দুই জন লোক আবশ্যকতা (বলিয়া মোলানপুর বক্তিয়ারপুর নয়) কিম্বা যদি টেলিগ্রাফ ও ট্রাফিক ডিপার্টমেণ্ট এক হইয়া ষ্টেসন মাষ্টারের অধীনে হয়, অর্থাৎ এমন সব ষ্টেসন যেমন জামুই, বহিয়া ইত্যাদিতে একটী ষ্টেসন মাষ্টার আর তিনটী আসিষ্টাণ্ট সমস্ত টেলিগ্রাফ ও ট্রাফিকের কার্য্য একত্রিত হইয়া করেন তাহা হইলে রেলওয়ে কোম্পানিরও অনেক লাভ, আমাদেরও সেই সঙ্গে আরাম হয় ও কর্ম্মও উত্তম রূপে চলে। টেলিগ্রাফের বাবুদের কাজ অপেক্ষাকৃত কম, সুতরাং এরূপ বন্দোবস্ত করিলে সকলেরই সুবিধা আছে।

☞এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।